রুদ্রপাল নাটক।

(ইংরাজি ম্যাকবেথ নাটক অবলম্বন করিয়া)

শ্রীহরলাল রায় প্রণীত।

কলিকাতা।

নং ১১, কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

অন্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সূর্য্যপাল……………………পঞ্চনদের রাজা।
ইন্দ্রপাল, চন্দ্রপাল……………………সূর্য্যপালের পুত্র।
রুদ্রপাল, বিনয়পাল……………………সৈন্যাধ্যক্ষ।
রণবীর, দামোদর, বলদেব, বনবিহারী, কন্দর্প……………………রাজ-কর্ম্মচারী।
শোভনপাল……………………বিনয়পালের পুত্র।
যশোময় সিংহ……………………দিল্লিরাজের সেনাপতি।
শ্যাম সিংহ……………………যশোময় সিংহের পুত্র।
শবসাধক, সৈনিক পুরুষ, ভৃত্য, দস্যু ইত্যাদি।

স্ত্রী।

চতুরিকা……………………রুদ্রপালের স্ত্রী।
ভৈরবীত্রয়।
বৃদ্ধা পরিচারিকা।
রণবীরের স্ত্রী।

রুদ্রপাল নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

ত্রিশূল হস্তে তিন জন ভৈরবীর প্রবেশ।

সকলে। জয় কালি, করালবদনি মা! (ভূতলে ত্রিশূলমূল সংস্থাপন।)

প্রথম। বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, যুদ্ধ, তিনের আজ সুসংযোগ হয়েছে।

দ্বিতীয়। আরম্ভ হয়েছে চতুর্দ্দশীতে, শেষ হবে অমাবস্যায়।

তৃতীয়। যুদ্ধ শেষ হলে শ্মশানে রুদ্রপালের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।

(নেপথ্যে দুরে আরতি বাদ্য।)

প্র। চল আমরা শীঘ্র যাই, ভগবতী চামুণ্ডার পূজা আরম্ভ হল।

দ্বি। শনিবার, অমাবস্যা, আকাশ গাঢ়মেঘাচ্ছন্ন, আজ ভগবতী চামুণ্ডার পূজার উত্তম দিন। শীঘ্র চল।

সকলে। শীঘ্র চল, যবা বিল্বদলে আজ মায়ের পূজা করিগে। জয় কালি, করালবদনি মা!

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

সূর্য্যপাল, ইন্দ্রপাল, ও দামোদরের প্রবেশ।

সূর্য্য। ঐ এক জন আহত সৈনিক আসছে। ইহার নিকট ভালরূপ যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যাবে এখন।

চন্দ্রপাল, এক জন সৈনিক ও এক জন প্রহরীর প্রবেশ।

সৈনিক, তুমি অত্যন্ত আহত হয়েছ। বড় কষ্ট পাচ্ছ? কিন্তু যে পরিমাণে কষ্ট পাচ্ছ তদধিক গৌরব লাভ করেছ।

সৈনি। আমি সব কষ্ট ভুলতে পারি যদি মহারাজ মনে করেন আমি আপন কাজ করেছি।

চন্দ্র। মহারাজ, আপনি যথার্থ বলেছেন। এ ব্যক্তি বেশে সামান্য সৈনিক বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে মহাযোদ্ধার ন্যায় আচরণ করেছে। শত শত্রু বেষ্টিত হয়েও আজ শুদ্ধ [illegible]জ বাহুবলে আত্মরক্ষা করেছে।

সূর্য্য। ধন্য বীরপুরুষ! তুমি যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ দেখে এসেছ?

সৈনি। অনেক ক্ষণ অবধি উভয় পক্ষের সমান যুদ্ধ হয়ে আসছিল। বোধ হল যেন দু ব্যক্তি সাঁতরে ক্লান্ত হয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে পরস্পরের যত্ন বিফল করছে। শেষে দুরাচার যবনসৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি সৌভাগ্য প্রসন্ন হতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আমাদিগের ভয়হীন সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় ভাগ্যকে তুচ্ছ করে, শত্রু-ব্যূহ ভেদ করে একেবারে এসে দুরাত্মার সম্মুখে দাঁড়ালেন আর দেখতে দেখতে তার পাপ-শরীর দ্বিখণ্ড করে ফেললেন।

সূর্য্য। ধন্য মহাবীর রুদ্রপাল! তার পর?

সৈনি। মহারাজ শুনুন, যে দিকে সূর্য্য উদয় হবে মনে করেছিলাম, সেই দিক হতে মহা ঝড় উঠল। আমাদের জয় হয় আর কি, এমন সময় যবনরাজ নূতন এক দল ফৌজ সঙ্গে নূতন উৎসাহের সহিত আমাদিগকে আক্রমণ করলে।

সূর্য্য। এতে কি আমাদের সৈন্যাধ্যক্ষ রুদ্রপাল ও বিনয়পাল ভয় পেয়ে গেলেন ?

সৈনি। কাল সর্প দেখে যেমন ময়ূর, আর বিড়াল দেখে যেমন সিংহ ভয় পায়। তাঁরা যেন দ্বিতীয় ভীমার্জ্জুনের মত দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ করলেন।

সূর্য্য। সৈনিক, তুমি দেখতে দেখতে দুর্ব্বল হয়ে পড়লে। যাও ইহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেও গিয়ে। ভগবান তোমাকে বাঁচিয়ে রাখুন, তুমি বীরের যোগ্য পারিতোষিক পাবে।

[একজন প্রহরীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া সৈনিকের প্রস্থান।

বলদেবের প্রবেশ।

দামো। বীর বলদেব আসছেন। দেখলে কি ব্যস্ত বলেই বোধ হয়। বৃহৎ ঘটনার সংবাদ যে নিয়ে আসে তার এইরূপ ভাবই বটে।

সূর্য্য। যুদ্ধের সংবাদ কি ?

বল। যবনরাজ কি যুদ্ধই আজ আরম্ভ করেছিল, একে তাহার সৈন্য গণে শেষ করা যায় না, তাতে আবার বিশ্বাস-ঘাতক মহামাত্র * ধূমকেতু তাহার সহায়তা করেছে।

সূর্য্য। শীঘ্র বল যুদ্ধ কেমন করে শেষ হল।

বল। যে যুদ্ধ-স্থলে উপস্থিত ছিল সেইই মনে করেছিল নিশ্চিত যবন-রাজেরই জয় হবে। কিন্তু জয় দম্ভের সহচর নয়, ধীর বীরত্বের। রুদ্রপাল যাহাদের সেনাপতি কে তাদের পরাস্ত করতে পারে ? মহারাজ, আমাদেরই জয় হয়েছে।

সূর্য্য। আজ আনন্দের সীমা নাই !

বল। যবনরাজ সন্ধি প্রার্থনা করেছেন।

সূর্য্য। যুদ্ধের সমুদায় ব্যয় না দিলে আমাদের হস্তগত মুসলমানদিগকে কখনই ছেড়ে দেব না। ধূমকেতু আর গোপনে রাজ্যের মূল ক্ষয় করতে পারবে

---

* মহামাত্র—প্রধান রাজ-পুরুষ।

না। দুরাচার বিশ্বাসঘাতক সমুচিত প্রতিফল পাবে। যাও বলদেব, রুদ্র-পালকে বল গিয়ে আমি তাঁর বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মহামাত্রপদ দিলেম।

বল। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

সূর্য্য। বিষবৃক্ষ উৎপাটিত করতে বিলম্ব করবে না, অমৃতবৃক্ষের প্রতি যত্নের ত্রুটি করা অনুচিত।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শ্মশান।

বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত। ভৈরবীত্রয়ের প্রবেশ।

প্র। কোথায় গিয়েছিলে, বোন?

দ্বি। পিণাক নামে একজন ব্রাহ্মণ শব সাধন করছিল, আমি তাকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। আমি না গেলে তার সাধন ত হতই না, প্রাণটাও যেত। শবটা বারম্বার খাড়া হয়ে উঠতে লাগল। আমি ভগবতী চামুণ্ডার প্রসাদী মহিষরক্তে শবের কপালে কালীমূর্ত্তি এঁকে দিলাম, অমনই সমুদয় দোষ খণ্ডন হল। ঠিক ত্র্যস্পর্শের সময় ব্রাহ্মণের সাধন সুসিদ্ধ হল।

তৃ। বেশ করেছ, বোন।

প্র। বোন, তুমি কোথায় ছিলে?

দ্বি। সিন্ধুতীরে বসে চোক বুজিয়ে কৈলাস পর্ব্বতের শোভা দেখছিলাম।

তৃ। দেখ দেখ, সেই মেঘখান হতে রক্ত বর্ষণ হচ্ছে।

প্র। মেঘখান সূর্য্যপালের সিংহাসনে উঠবার দিন জন্মে, সেই অবধি আজ ত্রিশ বৎসর কাল আকাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজ রক্তবৃষ্টিতে পঞ্চনদে পড়ছে। বড় অলক্ষণ।

দ্বি। আমাদের কাছে অলক্ষণ আর সুলক্ষণ দুইই সমান। মানষের সুখে দুঃখে আমাদের কি এসে যায়?

তৃ। কি হবে বল দেখি?

প্র। এটা আর বুঝতে পারি নে?

দ্বি। যা হবে আমরা সবাই জানি।

প্র। অধর্ম্মের প্রথমে জয় হবে।

তৃ। তার পরে অধর্ম্মের ক্ষয় হবে।

প্র। সূর্য্যপালকে নিয়েই টানাটানি।

তৃ। রুদ্রপাল আসছে।

রুদ্রপাল ও বিনয়পালের প্রবেশ।

রুদ্র। এমন সুদিন ও দুর্দ্দিন আমি কখনও দেখিনি। রক্ত বৃষ্টি হচ্ছে।

বিন। তাই বটে। বিদ্যুতের আলোতে দেখলেম তোমার শ্বেত শিরস্ত্রাণ বিন্দু বিন্দু রক্তে চিত্রিত হয়েছে।

রুদ্র। এই ভীমবেশা স্ত্রীলোক গুলি কারা? রক্তবৃষ্টির সঙ্গে এরা আকাশ হতে নেমে এসেছে নাকি? স্ত্রীলোকের আকৃতি, পুরুষের ভাব! কে তোমরা?

প্র। এস, সেনাপতি রুদ্রপাল!

দ্বি। এস, মহামাত্র রুদ্রপাল!

তৃ। এস, ভাবি-মহারাজ রুদ্রপাল!

বিন। এমন সুন্দর সম্বোধনে চমকে উঠলে কেন? তোমরা কি মানবী না নিশাচরী? তোমরা সেনাপতি মহাশয়কে নূতন পদে ভূষিত করলে, আরও বড় হবার আশা দিলে। তোমরা কি ভবিষ্যতের গূঢ় প্রদেশ দেখতে পাও? আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে পার কি?

প্র। তুমি রুদ্রপাল অপেক্ষা ছোটও থাকবে, বড়ও হবে।

তৃ। তুমি রাজা হবে না কিন্তু রাজার জন্মদাতা হবে।

সকলে। এখন বিদায় হই। আমরা ভবিষ্যৎ জানি কিন্তু কারও ভাল কি মন্দ করি না। (গমনোদ্যত)

রুদ্র। অস্পষ্টভাষী বিকৃতরূপিনী স্ত্রীলোকগণ! দাঁড়াও আরও শুনতে চাই। আমি সেনাপতি বটে, কিন্তু মহামাত্র কেমন করে? আর রাজা হওয়া

অসম্ভব অপেক্ষাও অধিক। বল তোমরা এ সব কেমন করে জানলে? বলতে হবে। না বললে ছাড়ব না।

[ভৈরবীদিগের প্রস্থান।

বিন। এরা কোথায় গেল? অন্ধকারে মিশে গেল, না মেঘে উঠে গেল?

রুদ্র। আর একটু থেকে গেলে ভাল হত।

বিন। এরা কি বাস্তবিক এইখানে ছিল, না আমরা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছিলাম?

রুদ্র। বিনয়, তোমার সন্তানেরা রাজত্ব পাবে।

বিন। তুমি নিজে রাজা হবে।

রুদ্র। তুমি ঠিক শুনেছ?

বিন। প্রতি বর্ণ স্পষ্ট করে শুনেছি। কে আসছে।

বলদেব ও কন্দর্পের প্রবেশ।

বল। সেনাপতি মহাশয়, মহারাজ আপনকার জয়ের সংবাদ পেয়েছেন। নিজের হিত সাধন অপেক্ষা আপনকার গৌরববৃদ্ধিতে তাঁর অধিক আনন্দ হয়েছে।

কন্দ। কি দিলে আপনকার যথোচিত পারিতোষিক হবে, মহারাজ এখনও স্থির করতে পারেন নাই। তবে আপাততঃ আপনাকে মহামাত্রপদে নিযুক্ত করেছেন। মহামাত্র মহাশয়, চলুন, মহারাজ আপনকার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমরা আপনাকে এগিয়ে নিতে এসেছি।

রুদ্র। (স্বগত) এদের কথা অর্দ্ধেক খাটল যে। (প্রকাশে) তোমরা কেন আমাকে অন্যের হস্তগত ধনে ধনী করছ?

কন্দ। ধূমকেতু এখনও জীবিত আছে, কিন্তু তার বিশ্বাসঘাতকতা সপ্রমাণ হয়েছে—তার পদ গিয়েছে, জীবন যেতে বাকী আছে।

রুদ্র। (স্বগত) সেনাপতি—মহামাত্র—উচ্চতম পদটী তার পরে। (প্রকাশে) আমার প্রতি মহারাজের অত্যন্ত অনুগ্রহ, চল মহারাজের নিকট যাই। (জনান্তিকে বিনয়পালের প্রতি) তোমার সন্তানেরা রাজা হবে।

বিন। (জনান্তিকে রুদ্রপালের প্রতি) তুমিও তবে সিংহাসন লাভ

করবে। কিন্তু এই অদ্ভুত স্ত্রীলোকেরা কতক সত্য বলে ও অল্প লাভ দেখিয়ে পরিণামে আমাদের সর্ব্বনাশ করতে পারে।

রুদ্র। (স্বগত) এরা কোথা হতে এল? কেন এমন বললে? এ ভাল, না মন্দ? মন্দও নয়, ভালও নয়। যদি মন্দ হত, কতক খাটবে কেন? যদি ভাল হত, তা হলে এমন কুইচ্ছা মনে উদয় হবে কেন? ইস! সর্ব্বাঙ্গ সিহরে উঠল, বুক ছুড় ছুড় করছে। ভয় আর কুকল্পনায় অন্য চিন্তা সকল গ্রাস করে ফেললে। যা নাই, তাইতেই আমার মন পরিপূর্ণ।

বিন। (স্বগত) সেনাপতি একেবারে চিন্তায় ডুবলেন দেখছি।

রুদ্র। (স্বগত) যদি ভাগ্য আমাকে রাজত্ব দেন, আমার বিনা চেষ্টা-তেই দেবেন। যার কল্পনাই এত ভয়ঙ্কর, তা কখনই করব না, করবার ইচ্ছা দূর হক। যা হবার তাই হবে, অতি কুদিনও চলে যায়।

বিন। তুমি কি ভাবছ? চল।

রুদ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চল। আমার কি হয়েছে, আমি মাঝে মাঝে অন্য-মনস্ক হয়ে পড়ি। কিন্তু কি ভাবি পরক্ষণেই ভুলে যাই। চল, চল কন্দর্প, তোমরা আমার জন্য অনেক কষ্ট করে এত দূর এসেছ। আমার প্রতি তোমা-দের এইরূপ ভালবাসাই বটে। ইহা চিরদিনের নিমিত্ত আমার স্মরণ-পটে আঁকা থাকবে।

বল। চলুন। আমরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছি।

কন্দ। বাজা, নাগরা বাজা। (নেপথ্যে নাগরা বাদন)

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

সূর্য্যপাল, ইন্দ্রপাল ও চন্দ্রপালের প্রবেশ।

সূর্য্য। মানুষের মুখের আকারে মনের আকার প্রকাশ পায় না। ধূম-কেতুকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেম। তার এইরূপ আচরণ!

ইন্দ্র। ধূমকেতু অনুতাপের সহিত প্রাণত্যাগ করেছে। জীবন ত্যাগই তার জীবনের মহত্তম কার্য্য বলে বোধ হয়। কেমন করে মরবে এটী যেন অনেক দিন ধরে অভ্যাস করেছিল। অতি সামান্য বস্তুর মত জীবন পরিত্যাগ করলে।

সূর্য্য। বটে! মৃত্যু মনুষ্যের বক্রতাকে সরল করে, মনুষ্যের চৈতন্য জন্মায়।

রুদ্রপাল, বিনয়পাল, কন্দর্প ও বলদেবের প্রবেশ।

এস, এস, রুদ্রপাল। তুমি যুদ্ধ জয় করেছ—আমি নিজে জয় লাভ করলে আমার যেরূপ আনন্দ হত এতেও সেইরূপ আনন্দ হয়েছে। তোমার অদ্ভুত কীর্ত্তির তুলনায় আমার কৃতজ্ঞতা কিছুই নয়। তুমি যদি আমার এত উপকার না করতে তা হলে হয় ত কার্য্যদ্বারা তোমার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারতেম। আমি কিছুতেই তোমার ঋণ পরিশোধ করতে পারব না।

রুদ্র। মহারাজের, ও মহারাজের সন্তান সন্ততিগণের হিত সাধনই আমাদের কর্ত্তব্য। সেই কার্য্য সুচারুরূপ সম্পন্ন করাই আমি যথেষ্ট পারিতোষিক জ্ঞান করি।

সূর্য্য। আমি যাই করি না কেন, সে কেবল মহাবৃক্ষে বিন্দু পরিমাণে জল সেচন মাত্র। বিনয়পাল, তুমিও আমার কম উপকার কর নাই। তোমারও ঋণ শোধ করা আমার সাধ্য নাই। আমার স্নেহ মরু_ক্ষেত্র মাত্র, তোমাদিগকে সেখানে রোপণ করেছি। বলতে পারি নে যে তোমাদিগকে যথোচিত ফুল ফলে সুশোভিত করতে পারব, কিন্তু যত্নের ত্রুটি হবে না। এস রুদ্র, তোমাকে আলিঙ্গন করি। এস বিনয়, তোমাকে আলিঙ্গন করি। তোমরা আমার ইন্দ্র, চন্দ্রের তুল্য।

রুদ্র। (স্বগত) এত স্নেহ! হৃদয় সাবধান, বিগলিত হইও না। তুমি পরাস্ত হলে হস্ত দুর্ব্বল। আমার মনোগত ইচ্ছা তুমি যেন জান না। হস্ত যা করবে তুমি তা দেখেও দেখ না।

সূর্য্য। আজ রাত্রে আমরা তোমার সিন্ধুতীরস্থ ভবনে অবস্থিতি করব। রুদ্রপাল, তুমি আমাদের অগ্রে যাও।

রুদ্র। যে আজ্ঞা, এ দাসের আজ সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমি চললেম। সহিস, ঘোড়া প্রস্তুত কর।

[প্রস্থান।

সূর্য্য। বিনয়, অদ্ভুদ রুদ্রপালের বীরত্ব। এঁর কীর্ত্তি যতই ভাবি ততই বিস্ময়ে মগ্ন হই। এঁর যেমন কীর্ত্তি তেমনই রাজভক্তি। আমার এমন পরম আত্মীয় আমার আর দুটী নাই। ইনি আমার হিতের জন্য জীবন দিতে সঙ্কুচিত নন। যুধিষ্ঠিরের সহায় যেমন ভীম, তেমনই আমার সহায় মহাকীর্ত্তিমান রুদ্রপাল।

বিন। তার আর সন্দেহ কি? মহারাজ যার প্রশংসা করেন সে কি সাধারণ ব্যক্তি?

সূর্য্য। চল আমরা মহামাত্রের বাটী যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রুদ্রপালের প্রাসাদ।

চতুরিকার প্রবেশ।

চতু। (এক খণ্ড পত্র পাঠ করিতে করিতে) "তাহারা ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারে। তাহারা আমাকে মহামাত্র বলিয়া সম্বোধন করিল, পরক্ষণেই মহারাজের নিকট হইতে দুই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে মহামাত্র পদ প্রদান করিল"। তুমি মহামাত্র হয়েছ? বেশ। "পরে তাহারা আমাকে ভাবি-মহারাজ বলিয়া সম্বোধন করিল"। তাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। তুমি রাজা হবে? আ, তা হলে চিত্রাঙ্গদার স্বোয়ামীর মাথা নুয়ে আসে কি না দেখব। "সুখ ও সুআশা, এ দুইয়ের অংশ প্রণয়াস্পদ ব্যক্তিকে দিবার জন্য মন স্বভাবতঃই অধীর হয়। অতএব মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে তোমার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলাম। অবশ্যই তুমি ইহাতে আহ্লাদিত হইবে"। তা আর বলতে? (সচিন্ত ভাবে) রাজা হবে, আশ্বাস

দিয়েছে। কিন্তু কবে হবে, তার ঠিক নাই। হতে হলে শীঘ্র হওয়াই ভাল— সহজ উপায় আছে। কিন্তু তোমার ননীর হৃদয়, তাইতে ভয় হয় পারবে না। বড় হবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু পথ গঙ্গা জলে ধোয়া না হলে তাতে চলতে পার না। যা নেওয়া অন্যায়, তা অন্যায় উপায়ে নেবে না। তোমার সেইটী থাকা চাই, যাতে বলে 'যদি পেতে চাও, তো এমনি করতে হবে'— তাই করতে হবে, যা করতে ভয় কর, কিন্তু যা হয়ে গেলে মনে ভাব না যে না হওয়াই ভাল ছিল। শীঘ্র এখেনে এস, তোমার মনে আমার সাহস ঢেলে দি, বাক্যঅস্ত্রে তোমার আন্তরিক প্রতিবন্ধক সকল নষ্ট করি। ভাগ্য যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে সেই পথেই চল।

একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। মহারাজ আজ রেতে এখানে আসবেন।

চতু। তুই ক্ষেপলি নাকি? যদি তা হত, তিনি এতক্ষণ সংবাদ পাঠাতেন।

পরি। তিনি এলেন বলে। এক জন ঘোড় সওয়ার তীরকাটীর বেগে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিয়ে গেছে।

চতু। যাও, আহারের আয়োজন কর গিয়ে।

পরি। আপনার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এখনই মনে করলে রাজ্যির অর্দ্ধেক লোককে খায়িয়ে দেওয়া যায়।

[প্রস্থান।

চতু। কাল পূরলে খরগস সিংহের গর্ত্তে প্রবেশ করে, ব্যাঙ্গ কাল সাপের গায়ে উঠে। সূর্য্যপালের গ্রহ আজ তার প্রতি বিমুখ হয়েছে। যা কিছু মন্দ ত্রিভুবনে আছে, আমার সহায় হও, আমার স্ত্রীত্ব নাশ কর, আমাকে আপাদমস্তক নিষ্ঠুরতাময় কর। আমি যেন আমার স্বামীকে আজ কুপথে নেযেতে পারি।

রুদ্রপালের প্রবেশ।

এস, পূর্ব্বের সেনাপতি, এখনকার মহামাত্র, ভবিষ্যতের মহারাজ! তোমার পত্র পেয়ে আমি বর্ত্তমান কাল পেছনে ফেলে রেখে এসেছি। আমি এখনই ভবিষ্যতকে অনুভব করছি।

রুদ্র। সূর্য্যপাল আজ রাত্রে এখানে আসছেন।

চতু। যাবেন কবে,—মনন করেছেন?

রুদ্র। কাল।

চতু। সে কাল কখনই আসবে না। তোমার চেহারায় আশ্চর্য্য ব্যাপার আঁকা রয়েছে। সময়ের মত দেখাতে হবে। চক্ষু, হস্ত, মুখ মধুর শিষ্টাচারময় হবে। লোকে যেন ফুলটী দেখতে পায়, তার নীচের কাল সাপ যেন তাদের চোখে না পড়ে। আমি যা বলব তাই কর, বলও না যে পারব না।

রুদ্র। এ বিষয়ে পরে কথা হবে এখন।

চতু। সাবধান, যা মনে আছে তা যেন মুখে প্রকাশ না পায়, আর যা মুখের তা যেন মনে প্রবেশ না করে। মুখের পরিবর্ত্তন অপেক্ষা আর গয়েন্দা নাই।

রুদ্র। তোমার কথাগুলি আমার গুরুমন্ত্র। যা বললে অন্যথা হবে না।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

রুদ্রপালের প্রাসাদের সম্মুখ।

সূর্য্যপাল, ইন্দ্রপাল, চন্দ্রপাল, বিনয়পাল, কন্দর্প, বলদেব, বনবিহারী ও রক্ষকগণের প্রবেশ।

সূর্য্য। আকাশ অনেক পরিষ্কার হয়েছিল, শুদ্ধ ছেয়ে মেঘ মধ্যে মধ্যে নক্ষত্রগণকে অৰ্দ্ধেক ঢেকে রেখেছিল। বাতাসের দমকা, অনেক ক্ষণ পরে পরে আসছিল। মনে করেছিলাম দুর্যোগ ছেড়ে গেল। পুনর্ব্বার দেখ পূর্ব্বদিকে কি ঘোর কাল মেঘ উঠেছে।

বন। এক এক বার দড়ার মত বিদ্যুৎ খেলছে আর মেঘের কি ভয়ঙ্কর ভাব হচ্ছে।

বিন। দেব-চরিত্র বুঝা ভার। আমরা রুদ্রপালের বাড়ীর সামনে এসেছি। ঐ দেউড়ির ভিতরের আলো দেখা যাচ্ছে।

সূর্য্য। কে এ দিকে আসছে? চল আমরা একটু হেঁটে চলি। মেঘ যেন এক দুর্জ্জয় অসুরের ন্যায় দুই হস্ত প্রসারিত করে মহাবেগে চলে আসছে আর নক্ষত্রগণকে গ্রাস করছে। ঝড়ের ডাক শুনতে পাচ্ছ না? ঐ হু হু করছে। ক্রমেই বাড়ছে, ক্রমেই বাড়ছে। কে কি বলছে? শোনা যায় না।

রুদ্রপালের প্রবেশ।

রুদ্র। আসুন মহারাজ, আপনার পক্ষে এ সামান্য কুটীর।

সূর্য্য। এই যে মহামাত্র, ভাল সময় আমরা এসে পৌঁছেছি। আর কিছু বিলম্ব হলে আমাদের কি অবস্থাই হত।

রুদ্র। আসুন, আমাদের ঐশ্বর্য্য মান সমুদয়ই আপনারই, কারণ আপনি এসব দিয়েছেন। ভক্তি শ্রদ্ধা, যা কিছু আমাদের নিজস্ব তা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমরা আপনাকে দিয়েছি। অতএব আমাদের যা কিছু সমুদায়ই আপনারই। আপনার বাটীতে আসুন, আজ আপনার দাস প্রভুর সেবা করে কৃতার্থ হবে।

সূর্য্য। রুদ্রপাল, তোমার ভক্তি ও যত্ন দেখে আমি চমৎকৃত হলেম। চল তোমার বাটীতে প্রবেশ করি। কি ডাকছে? অতি কর্কশ রব।

বিন। পেঁচা।

রুদ্র। এই বাটীর উপরে একজোড়া পেঁচা বাসা করেছে। অত্যন্ত বিরক্ত করে।

সূর্য্য। ভয়ানক ঝড় এল। [নেপথ্যে অনেকগুলি কাকের রব।]

বিন। এই কাকগুলো গাছে ঘুমচ্ছিলো, ঝড় পেয়ে ডেকে উঠেছে। মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হল, তীরের মত গায়ে লাগছে।

[সকলের বেগে গমন ও সূর্য্যপালের পতন।]

সকলে। মহারাজ পড়ে গেলেন—আ, হা, হা।

বিন। উঠুন, উঠুন, উঠুন।

সূর্য্য। ধরে তুলতে হবে না। আমি আপনিই উঠছি।

রুদ্র। (স্বগত) প্রবেশ করতে পতন, প্রবেশ হলে এরও অধিক। এখন সকলে আ, হা, হা, করে উঠেছে, এর পরে সকলে হাহাকার করবে।

সূর্য্য। কাক গুলো কি বেয়াড়া ডাকছে!

রুদ্র। (স্বগত) ডাকছে কেন, এখনই জানতে পারবে। (প্রকাশে) আমি কাল এই গাছটা কেটে ফেলব। মহারাজ, বেদনা পেয়েছেন কি?

সূর্য্য। না, কিছুই নয়।

রুদ্র। (স্বগত) পান নি, পাবেন। তা পেয়ে আর 'কিছুই নয়' বলতে হবে না।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

অন্ধকারময় গৃহ।

জ্বলন্ত মশাল ও আহারীয় দ্রব্য হস্তে দুই জন ভৃত্যের প্রবেশ।

প্র। দেখ্ ভাই, যেমন জিনিষ তেমনই রয়েছে। রাজা হলে কি না খেয়ে থাকতে পারে? বিধেতা তোর এমনই বিচার বটে! যে ইচ্ছে করলে খাবার জিনিষের পর্ব্বত বানাতে পারে, সে কি না কিছুই খেতে পারে না। পোড়া ক্ষিধে কি আমাদেরই জন্যি হয়েছে? ভাল জিনিষ এক দিনও পেট ভরে খেতে পেলেম না।

দ্বি। দেখ্, রান্না বুঝি ভাল হয় নি তাই রাজামশয় কিছুই ছোন নি।

প্র। তোর কথা খাটল না। সেনাপতিমশার রাঁহুনী বামুনরা যে রাঁধে, আদ কোশ তফাতে গন্ধ পেয়ে লোকের জীবের জলে নদী বয়ে যায়।

দ্বি। তুই বড়ই বুদ্ধির কথা বল্লি! রাজার মুখ আর অন্যি লোকের মুখ তুই সমান করলি? অন্যি লোকের যা ভাল লাগে তা যদি রাজার ভাল লাগবে, তবে তাকে রাজা বলি কেন?

প্র। যাক ভাই, রাজামশায় খান নি তাতে আমাদেরই লাভ। আজ একবার ভাল ভাল জিনিষ সাধ মিটিয়ে খেয়ে নেব। দেখ্ ভাই, তোর হাতের

এই মোহনভোগ সবখানি তোয় আমায় ভাগ করে নেব, আর কাউকে দেব না।

দ্বি। তবে চল্, এখন লুকিয়ে রাখিগে।

প্র। দে না আমায় একটু, চেকে দেখি। (কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া আহার) আ—!

দ্বি। আমিও একটু খেয়ে দেখি। (আহার) আ—, আজ জন্মটা সাথক হল।

প্র। চল্, চল্, কে দেখতে পাবে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

রুদ্রপালের প্রবেশ।

রুদ্র। (স্বগত) করে ফেললেই যদি চুকে যায়, শীঘ্র শীঘ্র করাই ভাল। ছুরী বুকে বসল, অমনই ইষ্টলাভ হল, এইটীই হয়। এক মুহূর্ত্তের কাজেই কাজের শেষ হয়—শুদ্ধ এই পৃথিবীতেই—পরকাল তুড়ি মেরে উড়িয়ে দি। কিন্তু এই পৃথিবীতেই পাপের দণ্ড হয়। যে বিষ অন্যকে দি সেই বিষ আবার আপনারই গিলতে হয়। ছুরী উচিয়ে বসিয়ে দেওয়া অতি সহজ—কিন্তু সে কার বুকে ? আপনার আত্মীয় ও প্রভু, তাতে অতিথি—আমি কোথায় তাকে রক্ষা করব, না আমিই তার কাল হব। শাস্ত্র নিষেধ করছেন, ধর্ম্ম নিষেধ করছেন, আমার অন্তর নিষেধ করছে, সূর্য্যপালের সদ্গুণ সকল নিষেধ করছে, সমুদায় জগৎ নিষেধ করছে—এগুই কি পেছুই ?—তারা বলেছে আমি রাজা হব,—পঞ্চনদের রাজত্ব, পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব বললে হয়, কোটী লোক আমার প্রজা হবে—এগুতে হচ্ছে, এগুই—উ—হ ! রক্ত জল হল।

চতুরিকার প্রবেশ।

চতু। মহারাজের আহার হয়ে গেছে—তুমি চলে এলে কেন ?

রুদ্র। তিনি কি আমায় ডেকেছিলেন ?

চতু। হাঁ। তোমায় কেউ বলে নি ?

রুদ্র। (সানুনয়ে) আর এ কুপথে এগিয়ে কাজ নাই। ইনি সম্প্রতি আমার মর্য্যাদা বাড়িয়েছেন। সকল লোকেই আমার প্রশংসা করছে। সেই সুখ কিছু দিন উপভোগ করি।

চতু। (সক্রোধে) নেশার ঝোঁকে কি বড় হতে চেয়েছিলে? এখন নেশা ছুটে গেছে আর সে ইচ্ছে নেই। বোঝা গেল, আমার প্রতি তোমার ভালবাসাও এমনই। যেটা ইচ্ছা করছ সেটা কাজে করতে তোমার সাহস হচ্ছে না। জীবনের সার রত্ন পেতে ইচ্ছা করবে, অথচ কাপুরুষের মত এক পা এগোবে সাত পা পেছবে। একবার বলবে পেতে ইচ্ছা করে, অমনি আবার বলবে "সাহস হয় না"। মাছটা ধরবে অথচ জলে পা দেবে না।

রুদ্র। আমাকে অন্যায় তিরস্কার কর কেন? মানুষে যা পারে আমিও তা পারি। তা ছাড়া যে করতে পারে সে মানুষ নয়।

চতু। তবে কেন মনের কথা আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলে? তা করতে কি তোমায় পায়ে ধরে সেধেছিলাম? বলি, তোমার যখন এ কাজ করবের ইচ্ছা ছিল তখন তোমার পুরুষত্ব ছিল। যা আছ তা হতে বড় হবার চেষ্টা করলে সে পুরুষত্ব আরও বৃদ্ধি হবে। তখন বলেছিলে সময় স্থান তুমি সবই করে নেবে। এখন সময় স্থান দুইই হয়েছে, এখন তুমি আপনি পিছপাও হচ্ছ। সন্তানকে স্তনপান করান কত সুখকর তা আমি জানি। আমি প্রতিজ্ঞা করলে সন্তানের মুখ হতে স্তন ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে আছড়ে মেরে ফেলতে পারি। আমাকে যদি ভালবাস, যা বলছি কর গিয়ে।

রুদ্র। যদি কার্য্যসিদ্ধি না হয়?

চতু। নাই হল? সাহস আলগা হতে দিও না, তা হলে নিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধ হবে। সূর্য্যপাল নিদ্রা যাচ্ছে, তার রক্ষক দুজনের খাবার দুধের মধ্যে এমনই এক বিষ দিয়েছি যে তাদের মাতার উপর বজ্রাঘাত হলেও চৈতন্য হবে না। এখন তুমি কি না করতে পার? আর তাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে কতক্ষণ?

রুদ্র। যা বললে তাই করব, আর পেছব না। তুমি যুদ্ধে শত রুদ্রপালকে পরাস্ত করতে পার।

চতু। রক্ষক দুজনের হাতে ও অস্ত্রে রক্ত মাখিয়ে রেখে এস। আর কাজ হয়ে গেলে আমরা কান্নাহাটি বাধিয়ে দেব। তা হলে কে না মনে করবে যে তারাই এ কাজ করেছে? যাও, যাও, যে হাতে অস্ত্র ব্যবহার করবে

সেই হাতে রাজদণ্ড পাবে। তুমি ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে চলেছ ? তোমার মনের ন্যায় পা ও দৃঢ় হয়েছে, কার্য্য সিদ্ধ করতে পারবে বোধ হচ্ছে।

রুদ্র। অন্ধকার গাঢ় হও। চক্ষু যেন হস্তের, হস্ত যেন অস্ত্রের দুষ্কার্য্য দেখতে না পায়। প্রতিজ্ঞা, তুমি নরকের অন্ধকারে আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন কর, আমার হৃদয়কে আমার নিকট গোপন রাখ। নরক, আমার হৃদয়ে এস, দেখও যেন দয়া সেখানে প্রবেশ না করে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রুদ্রপালের প্রাসাদের প্রাঙ্গণ।

রুদ্র। (স্বগত) আজ বোধ হচ্ছে যেন বাড়ী, ঘর, দ্বার, আকাশ, তারা সমুদায়ই আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি ভীরু নই তবুও ভয় হয় কেন ? কল্পনা, এত দূর এনে এখন শত্রুতা করও না। কে দেখছে আমাকে ? সকলেই এতক্ষণে নিদ্রিত।

[নেপথ্যে] মহামাত্র মহাশয় !

রুদ্র। (সচকিতে) কে ?—কে ?—কে ?

[নেপথ্যে] ভাবিমহারাজ ! সম্বোধনে চিনতে পারলে ?

রুদ্র। (সভয়ে) আমি—আমি—রাজ-ভক্ত প্রজা—কে আমাকে রাজা—সূর্য্যপাল জীবিত থাকতে যে অন্যকে রাজা বলে, আমি তার শিরচ্ছেদন করি। কে তুই রাজশত্রু ? না তুই প্রেতভূমি হতে এসেছিস কুসম্বোধনে আমার কর্ণ দগ্ধ করতে ?

বিনয়পালের প্রবেশ।

বিন। রাজভক্তিতে আমি কোন ব্যক্তি হতে কম নই, যদিও রাজভক্তি

দেখাবার ক্ষমতা তোমার আমা অপেক্ষা অধিক। আমি মহারাজের দাস, তোমার একান্ত অনুগত বিনয়পাল্।

রুদ্র। বিনয়পাল, তুমি, তুমি? আমি এই শুতে যাচ্ছি। মহারাজ— (নীরব)

বিন। মহারাজ বলে চুপ করলে যে?

রুদ্র। না, আমি শুতে যাচ্ছিলাম, তুমি এখনও জেগে আছ?

বিন। মহারাজের কথা কি বলছিলে?

রুদ্র। বলছিলাম মহারাজ তো আমাদের সামান্য আয়োজনে বিরক্ত হন নাই?

বিন। না, না। তুমি সেখানে ছিলে না, তা হলে দেখতেন মহারাজ আজ আহারের সময় কত আমোদ আহ্লাদ করেছেন। আহারান্তে সকলকে নানাবিধ পারিতোষিক দিয়েছেন। এই মুক্তামালা তোমার স্ত্রীকে দিয়েছেন। এই হীরে-বসান তরবার তোমাকে দিয়েছেন। মহারাজ এতক্ষণে নিদ্রা গেলেন। বড় নিদ্রা আসছে, আমিও শুইগে।

রুদ্র। যাও। তোমাদের বড়ই কষ্ট দিলেম, কিছু মনে করও না।

বিন। কোন কষ্ট হয় নাই।

[প্রস্থান।

রুদ্র। গেছে। ইস্, এখনই ভয়ে আমাকে খেয়েছিল আর কি? এমন কোন কথা বলে ফেলেছি যাতে এটার মনে সন্দেহ হতে পারে? বোধ হয় না। আমি যাই, বিনয়পালের মন ভাল করে তলিয়ে দেখা আবশ্যক। না, আমি সন্দেহ হবার মত কোন কথা বলি নি। এখন হলে হয়, পারলে হয়। পারব নাই বা কেন? এই যেন রক্ষকদের তরবার। (তরবারির প্রতি দৃষ্টি) সূর্য্যপালের বড় অনুগ্রহ, কিন্তু কিছুতেই আর পেছব না। এই যেন রক্ষকের তরবার মাটীতে রয়েছে। (তরবার ভূতলে সংস্থাপন) নিলেম। (পুনঃগ্রহণ) নি—লে—ম। (অস্ত্র ধারণান্তর নীরব হইয়া কিয়ৎক্ষণের পর) পারলেম না যে। এত বিলম্ব হলে পাছে জেগে উঠে। অস্ত্র নেওয়া ও কার্য্য নির্ব্বাহ এ দুইয়ের মধ্যে মুদ্রিত চোক খোলবার সময় টুকুও থাকতে দেব না। এই যেন রক্ষকের তরবার রয়েছে—(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি) এই যে শূন্যে এক

খান তরবার, এর মূল আমার হাতের দিকে। এ আমারই জন্য। ধরি। ধরতে পারলেম না। এ কি? দেখলেম, স্পর্শ করতে পারলেম না। এখনও দেখতে পাচ্ছি। এই তরবারের মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার অস্ত্রও এই রূপ শূন্যে উঠবে। দেখতে দেখতে এতে রক্ত কোথা থেকে এল? এ তো ছিল না। আমার অস্ত্রও দেখতে দেখতে এইরূপ রক্তমাখা হবে—অস্ত্র নেব, অমনই রক্তমাখা হবে। আর বিলম্ব নাই, সময় হয়ে এল। এখন প্রকৃতি যেন মরে রয়েছে। এখন কুস্বপ্ন মানবের মনকে কুপথে নেযাচ্ছে। নিশাচরেরা আনন্দে চারিদিকে বেড়াচ্ছে—দস্যুগণ পথিকের বুকে ছুরি বসাচ্ছে—এখন অন্ধকার, কুচিন্তা, দুষ্কর্ম্ম পৃথিবীতে আধিপত্য করছে। পৃথিবী, আমার পদশব্দ শুন না, আমি ছায়ার ন্যায় নিঃশব্দে যাই—

[নেপথ্যে ঘণ্টার শব্দ।]

কাল ঘণ্টা বাজল, সূর্য্যপালের আসন্ন কাল উপস্থিত হল। মৃত্যু, তোমাকে দুর্লভ উপহার দিতে চললেম।

[নিষ্ক্রান্ত।

চতুরিকার প্রবেশ।

চতু। অর্দ্ধেক অনিচ্ছার সঙ্গে গিয়েছেন, তাইতে সন্দেহ হচ্ছে। আমিই করতেম, যদি সূর্য্যপালের শোবার ধরণটা বাবার মত না হত। এ কি? ও, পেঁচা ডাকছে। ডাকবারই সময় বটে। কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন বুঝি, দোর খোলা দেখছি, রক্ষকদের নাকডাকা এখান থিকে শোনা যাচ্ছে।

[নেপথ্যে] কে, কে ওখানে?

চতু। হায়, হায়, সব বুঝি পণ্ড হল—গোলমাল করে সকলকে জাগালেন বুঝি। পাঁচ বছরের মেয়ের চাইতেও ভড়কো!

রক্তমাখা তরবারি হস্তে রুদ্রপালের প্রবেশ।

রুদ্র। করেছি। কোনও শব্দ শোন নি?

চতু। পেঁচার ডাক আর বাতাসের শব্দ। তুমি কথা কইলে না?

রুদ্র। কখন?

চতু। এই এখন।

রুদ্র। আমি যখন নেবে আসি?

চতু। হাঁ।

রুদ্র। ঐ শোন—ও পাশের ঘরে শুয়ে কে?

চতু। চন্দ্রপাল।

রুদ্র। (আপন হস্ত দেখিয়া) কি কুদৃশ্য!

চতু। তুমি কি বালক যে আপন হাত দেখে ভয় পাচ্ছ? কুদৃশ্য কি?

রুদ্র। এক জন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বলে উঠল "খুন"—এক বার চোক মেলে দেখে তিন বার রাম নাম করে আবার ঘুমাল—আমি রাম নাম করতে গেলেম, জিব আড়িয়ে গেল—রাম নামে আমার বিশেষ প্রয়োজন, আমি রাম নাম করতে পারলেম না।

চতু। এমন ভাবনা মনে আসতে দিও না। তা হলে যে পাগল হয়ে যাবে।

রুদ্র। কে যেন বললে, "রুদ্রপাল নিদ্রিত ব্যক্তিকে খুন করলে, নিদ্রিত নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে খুন করলে—পরিশ্রমের, দুর্ভাবনার শান্তিস্বরূপ যে নিদ্রা তা যেন রুদ্রপালের নিকট না আসে।"

চতু। তুমি বলছ কি?

রুদ্র। পুনর্ব্বার বললে "রুদ্রপাল নিদ্রিত নির্দ্দোষী জনের প্রাণ নষ্ট করেছে, নিদ্রা আর তার নিকট আসবে না।"

চতু। কে অমন কথা বলবে? তুমি এক জন বিখ্যাত বীরপুরুষ, মন সহজে দমতে দেও কেন? হাত ধুয়ে ফেল, সব চুকে যাবে। তরবার খান এখানে এনেছ কেন? শীঘ্র নিয়ে গিয়ে ঘরে রেখে রক্ষকদিগের গায়ে রক্ত মাখিয়ে এস।

রুদ্র। আমি আর ওখানে যাব না। যা করেছি তা মনে হলে সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠে। তা ফের দেখতে আমি কখনই পারব না।

চতু। তুমি একবারে পদার্থশূন্য? তরবার আমাকে দেও। ঘুমন্ত মানুষ আর মরা মানুষ এদের ছবি বললেই হয়। আকান রাক্ষস দেখে ছেলে মানষেই ভয় পায়। আমি তাদের গায়ে রক্ত মাখিয়ে আসি, তাদের স্কন্ধে দোষটা চাপান চাই তো।

[প্রস্থান। দ্বারে আঘাত।

রুদ্র। কে দোরে ঘা মারে? আমার এ কি হল? যে কোন শব্দেই ভয় হয়। ওহ! আমার হাত কি হয়েছে, দেখে চোক ঝলসে গেল। সাগরের সমুদয় জল দিয়ে ধুলে কি এ দাগ যাবে? না, সাগর রক্তবর্ণ হয়ে যাবে, তবু এ দাগ যাবে না।

চতুরিকার পুনঃপ্রবেশ।

চতু। আমার হাতের রং তোমার হাতের মতনই, কিন্তু আমার মন তোমার মনের মত কচি নয়। [দ্বারে আঘাত] দক্ষিণদিগের দ্বারে কে ঘা মারছে? চল আমরা শুই গিয়ে। একটু জলেই এই দুষ্কর্ম্ম ধুয়ে যাবে? [দ্বারে আঘাত] আবার সেই শব্দ। চল আমরা শীঘ্র শুইগে, নইলে কেউ পাছে আমাদের জেগে থাকতে দেখে কোন সন্দেহ করে। কি ভাবছ? অত ভেব না, বলছি অত ভেব না। চল, আমি তোমার হাত ধুয়ে দিচ্ছি।

রুদ্র। এ কর্ম্ম করা অপেক্ষা আমার জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল। ওহ আমার জ্ঞান চলে যাক, স্মরণ-শক্তি লোপ হক। [দ্বারে আঘাত] সূর্য্যপাল, এই শব্দ শুনে তুমি জেগে ওট। আ! তুমি জাগতে পারতে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-তোরণ।

একজন দ্বারবানের প্রবেশ।

দ্বার। (দ্বারে আঘাত) ঘা মার, ঘা মার, খুব ঘা মার। ঘা মার, ঘা মার, আরে থামেই না যে। কে তুমি? এ যমের দক্ষিণ দ্বার নয়, এখানে মরতে এসেছ কেন? তুমি কি সেকরা? জেয়াদা পান দিয়ে সোণা চুরী করতে বুঝি। না পুরুত বামুন, দেবতার নৈবিদ্যি দেখে জিবে জল আসত? না গোয়ালা, সাত সের দুধে চোদ্দ সের জল দিতে? (দ্বারে আঘাত) জ্বালাতনই করলে যে। যাই হে যাই।

[দ্বার উদ্ঘাটন।

রণবীর ও দামোদরের প্রবেশ।

রণ। তোমার মনিব উঠেছেন কি ?—এই যে এ দিকে আসছেন। নমস্কার।

রুদ্রপালের প্রবেশ।

রুদ্র। নমস্কার। এস রণবীর, এস দামোদর।

রণ। মহারাজ উঠেছেন কি ?

রুদ্র। এখনও উঠেন নি।

রণ। মহারাজ আমাকে অতি প্রত্যূষে আসতে আজ্ঞা করেছিলেন। আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে, সূর্য্য প্রাতের মেঘের ভিতর দিয়ে কিরণ দিতে আরম্ভ করেছেন।

রুদ্র। এস, আমার সঙ্গে মহারাজের ঘরে এস।

রণ। চলুন, আপনাকে বড় কষ্ট দিলেম।

রুদ্র। কষ্ট কি ? মহারাজের জন্য কষ্ট কষ্ট নয়, আনন্দ। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এই মহারাজের ঘরের দ্বার।

রণ। আমার ডাকতে হয়েছে, কারণ মহারাজের আদেশ এই রূপ।

[প্রস্থান।

দামো। আজ প্রাতেই কি মহারাজ এ স্থান হতে যাচ্ছেন ?

রুদ্র। হাঁ।

দামো। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি গিয়েছে ! আমি যে ঘরে ছিলাম তারই পাশে একটা তালগাছ মুচড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। কেউ কেউ বলছে আকাশে হাহাকার ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। ভয়ানক ভূমিকম্পও হয়েছিল।

রুদ্র। ভয়ানক রাত্রি বটে।

দামো। আমার বয়সে তো আমি এমন কাণ্ডটা কখনও দেখি নাই।

রণবীরের পুনঃপ্রবেশ।

রণ। সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে ! তা চখে দেখা যায় না, মুখে বলা যায় না।

রুদ্র ও দামো। হয়েছে কি ?

রণ। এমন ভয়ানক কাণ্ড আর হতে পারে না। কোন্ নর-রাক্ষস মহারাজের জীবন অপহরণ করে পৃথিবীতে নরক এনেছে?

রুদ্র। কি বললে? জীবন অপহরণ করেছে?

দামো। মহারাজের অমূল্য জীবন অপহরণ করেছে?

রণ। সচক্ষে দেখসে কি হয়েছে—দেখে চক্ষু দগ্ধ করসে। (উচ্চৈঃস্বরে) কে কোথায় আছ, উঠ, উঠ, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে—যুবরাজ উঠ, উঠ। কুমার চন্দ্রপাল, উঠ, দেখ কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, প্রলয়ের শেষ কাণ্ড উঠে দেখ। বিনয়পাল, যুবরাজ, উঠ, উঠ।

[নেপথ্যে গোলমাল।]

রুদ্র। রণবীর, আমাদের বাড়ীতে এই হল?

রণ। যেখানে হক না কেন, নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা এর অধিক আর কিছুই করতে পারে না। বিনয়পাল, বিনয়পাল!

বিনয়পালের প্রবেশ।

কে আজ মহারাজের পবিত্র রক্তে পৃথিবীকে অপবিত্র করেছে।

বিন। রণবীর, বল তুমি মিথ্যা কথা বলেছ।

রুদ্র। দুই দণ্ড পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হত। এখন জীবন নীরস হল। জীবনের সুখ, জীবনের সুধা শুখিয়ে গেল! মান সম্পত্তির কল্পতরুর মূলোৎপাটন হয়েছে।

ইন্দ্রপাল ও চন্দ্রপালের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কি অমঙ্গল ঘটেছে?

রুদ্র। তোমরা জান না আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে! আমাদের সুখের মূল এককালীন নষ্ট হয়েছে।

রণ। যুবরাজ, কুমার চন্দ্রপাল, মহারাজকে কে মেরে ফেলেছে।

ইন্দ্র। কে, রণবীর? বল কে? আমি এখনই তার সমুচিত প্রতিফল দিচ্ছি।

দামো। দুরাত্মা রক্ষক দুজন বোধ হয়—তাদের সমুদায় গায়ে ও তরবারে রক্ত লেগে রয়েছে। তারা গোলমালে জেগে উঠে হতবুদ্ধি হয়ে ফেল ফেল করে তাকাতে লাগল।

রুদ্র। যুবরাজ, আমি তাদের জীবিত রাখি নাই।

রণ। মারলেন কেন?

রুদ্র। কে বল দেখি রাগ, ধৈর্য্য, প্রভুভক্তি, ঔদাসীন্য, এককালীন দেখাতে পারে? মানষে পারে না। রাজভক্তি আমার বিবেচনাকে অতিক্রম করেছে—এই মহারাজের মৃতদেহ, এই তাঁর প্রাণাপহারক দুরাত্মারা, বলুন কে এ দেখতে পারে? যার রাজভক্তি আছে, আর রাজভক্তি দেখাবার বাহুবল আছে সে কথনই পারে না।

ইন্দ্র। ভাই চন্দ্র, তুমি কাঁদছ, এ কাঁদবার সময় নয়, কাঁদবার স্থানও নয়। দুই ভাইয়ে এর পর গলা ধরাধরি করে হাহাকার করব।

বিন। এ অতি সন্দেহের বিষয়, বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

রুদ্র। তুমি আমারই মনের কথা বলেছ। আমার বাড়ীতে এ ঘটনা হয়েছে! পরমেশ্বর, তুমি সাক্ষী, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

বিন। পরমেশ্বর জানেন কে দোষী কে নির্দ্দোষী। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাবে।

ইন্দ্র। আমি এথন কাউকে বিশ্বাসও করতে পারি না, অবিশ্বাসও করতে পারি না—কারণ দোষী নির্দ্দোষী উভয়েই বাহ্যিক দুঃখ দেখাতে পারে। এ রাজ্যে আর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও নির্ভয়ে থাকা যায় না।

চন্দ্র। এখানে মানষের মুখে হাঁসী হাতে ছোরা, যত নিকট সম্পর্ক ততই প্রবল শক্রতা।

ইন্দ্র। চল, আমারা এমন স্থানে যাই যেখানে আমাদের পরম শক্রর শক্রতা যেতে পারবে না।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লাহোর, রাজ-পথ।

কন্দর্প ও রণবীরের প্রবেশ।

রণ। সূর্য্যপাল গেছেন, পঞ্চ নদও রসাতলে গেছে। সকলেরই যেন পিতৃশোক উপস্থিত। বাপ মায়ের কান্না দেখে শিশু সন্তানেরাও কাঁদছে। হাট বাজার বাণিজ্য ব্যবসায় সব বন্দ হয়েছে—

কন্দ। কে বল দেখি পঞ্চনদ রাজ্য এমন করে শোকসাগরে ডুবালে?

রণ। রুদ্রপাল ও রুদ্রপালের স্ত্রী বলছেন রক্ষক দুজনের এই কাজ।

কন্দ। সে গরিব বেচারিরা এ কাজে কেন প্রবৃত্ত হবে?

রণ। তারা নাকি ইন্দ্রপালের আজ্ঞামতে এ কাজ করেছে, আর ইন্দ্রপাল নাকি শীঘ্র শীঘ্র রাজা হবে এই জন্য পিতৃহত্যা মহাপাতকে লিপ্ত হয়েছে।

কন্দ। তা যদি হবে পিতৃহত্যা করে বিদেশে যাবে কেন?

রণ। এখন নাকি তারা ভয় পেয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। যিনিই এ কাজের মূল হন না কেন, লাভ হল রুদ্রপালের। এরই মধ্যে তাঁর অভিষেক হয়ে গিয়েছে।

কন্দ। অভিষেক করলে কে?

রণ। লোকের অভাব নাই, রুদ্রপালের পুরোহিত আর জন কতক চাকর সেখেনে উপস্থিত ছিল। কন্দর্প, যে দেশ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেছেন তাহা সৎ লোকের বাসোপযোগী নয়। আমি পঞ্চনদ পরিত্যাগ করলেম। যদি মাতৃভূমিকে অধর্ম্মের হস্ত হতে উদ্ধার করতে পারি ফিরে আসব, নচেৎ বিদেশ স্বদেশ হবে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

লাহোর, রাজভবন।

বিনয়পালের প্রবেশ।

বিন। (স্বগত) সেনাপতি, মহামাত্র, মহারাজ, সবই হলে। কিন্তু বোধ করি তোমার সৌভাগ্যের মূলে ঘোর অধর্ম্ম রয়েছে। কিন্তু সে সৌভাগ্য তোমার সন্তান সন্ততিরা ভোগ করতে পাবে না। যদি সেই অদ্ভুদ স্ত্রীলোকদের কথা খাটে—তোমার সম্বন্ধে যখন খেটেছে আমার সম্বন্ধে কেন না খাটবে?—তা হলে আমারও আশা আছে, তোমার অপেক্ষা বড় আশা আছে, আমার সন্তান সন্ততিরা রাজা হবে।

রাজবেশে রুদ্রপালের প্রবেশ। সঙ্গে দামোদর, ও অন্যান্য সভাসদ্গণ।

রুদ্র। এই যে বিনয়—তুমি অনেক দিন বাঁচবে, তোমারই কথা হচ্ছিল। তুমি শত্রু বিনাশে আমার যেমন ডান হাত ছিলে, রাজ্য শাসনেও তুমি আমার ডান হাত হলে। বাপের কুসন্তান ইন্দ্রপাল, চন্দ্রপাল যখন কুআশায় পড়ে সন্তান-ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে স্নেহসাগর সূর্য্যপালকে অকালে পরলোকে পাঠালে, তখন আমি রাজ্যভার স্কন্ধে না নিয়ে কি করি। ভারতবর্ষে কেহ কখনও এমন দুষ্কর্ম্ম করে নাই। এ দুষ্কর্ম্মের উচিত দণ্ড আমরা তো ঠিক করতে পারি না, নিজে ভগবান পারেন কি না সন্দেহ। ইন্দ্রপাল দিল্লী গিয়েছে, চন্দ্রপাল কান্যকুব্জে গিয়েছে। দুরাচারেরা পিতৃহত্যায় একটুও অনুতপ্ত না হয়ে দেশ বিদেশে বলে বেড়াচ্ছে আমার এই কাজ। এখনও পৃথিবী হতে ধর্ম্ম এককালীন অন্তর্হিত হন নাই—যদি ধর্ম্ম থাকেন—বলি—কে দোষী কে নির্দ্দোষী প্রকাশ হয়ে পড়বে। এ বিষয়ে পরে কথা হবে। আজ

রাত্রে তোমরা সকলে আমার বাটীতে আহার করবে। সাবকাশ অভাবে তোমাদের বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারলেম না। সকলে আমার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য করলে?

বন। এ তো আমাদের পরম সম্মান। কে বলুন সম্মান পেতে অনিচ্ছুক।

দামো। মহারাজের অনুগ্রহ কত প্রকারেই আমাদের উপর বর্ষণ হচ্ছে।

রুদ্র। বিনয়, শুনলেম তুমি বৈকালে নগরের বাহিরে যাবে। শোভন নাকি তোমার সঙ্গে যাবে?

বিন। আজ্ঞা, হাঁ। না গেলে নয় বলে যেতে হচ্ছে।

রুদ্র। রাত্রে আমার এখানে অবশ্য অবশ্য আসবে।

বিন। আজ্ঞা, হাঁ। রাজাজ্ঞা কে অবহেলা করতে পারে? কিন্তু আসতে এক আদ দণ্ড বিলম্ব হতে পারে।

রুদ্র। যত শীঘ্র পার ফিরে আসবার চেষ্টা দেখও।

বিন। আজ্ঞা, হাঁ! আপনার ভালবাসা আমাকে টেনে আনবে। আমার এখনই যেতে হবে।

রুদ্র। আচ্ছা। তোমরা সকলেই যেতে প্রস্তুত যে? আচ্ছা, এস গে। আমি রাত্রি পর্য্যন্ত একাকী থাকি? তা হলে তখন বন্ধুসমাগম অতি সুমধুর বোধ হবে।

[রুদ্রপাল ব্যতীত সকলে নিষ্ক্রান্ত।

লছমন্, তারা এসেছে?

[নেপথ্যে] আজ্ঞা, হাঁ। তারা নীচেয় আছে।

রুদ্র। তাদের ডেকে আন্। বড় হয়েছি, কিন্তু নির্ব্বিঘ্ন হতে পারি নাই। আমি ভয় করি বিনয়পালকে—যখন সেই অদ্ভুত রমণীরা আমাকে ভাবি-মহারাজ বলে সম্বোধন করে, তখন বিনয়পাল সেখানে ছিল—বিনয়-পালের মনে সন্দেহ জন্মাতে পারে। সেই ক্ষুদ্র বীজাঙ্কুর সন্দেহ পরিণামে আমার কাল হতে পারে। তার সন্তানেরা রাজা হবে, যখন তার এমন আশা আছে, তখন আমি কেমন করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? নিরীহ ভাবে সাপ ঘুচ্ছে; সুযোগ পেলেই ফণা তুলে দংশন করবে। আমার রাজ-দণ্ড অন্যে কেড়ে নেবে! বিনয়পালের সন্তানদিগের জন্য আমার হৃদয় কলুষিত

করলেম, আপন শান্তি-পাত্রে বিষ ঢেলে দিলেম, আত্মাকে নরকে ডুবালেম! তা হতে দেব না। পাপ-সাগরে ডুবেছি তো ভাল করে ডুবি, একেবারে তলা পর্য্যন্ত যাই।

[নেপথ্যে] মহারাজ, তারা এসেছে।

রুদ্র। লছমন্, বাইরে থাক্, আমি ডাকলেই আসবি।

[নেপথ্যে] যে আজ্ঞা।

রুদ্র। কোন ভয় নাই, ভিতরে এস।

দুই জন দস্যুর প্রবেশ।

তোমরা কত দিন কারাগারে আছ?

প্র, দ। আজ দু বছর সাত মাস।

রুদ্র। আর কত দিন থাকতে হবে?

দ্বি, দ। আর দু বছর তিন মাস।

রুদ্র। আমি তোমাদিগকে কারাগার হতে মুক্তি দিলেম।

প্র, দ। এর আগে আমি জানতেম না যে মানুষের মনে দয়া আছে।

দ্বি, দ। মহারাজের দয়ার সীমে নেই।

রুদ্র। শুদ্ধ মুক্ত করলেম তা নয়, যত দিন আমি বেঁচে থাকব, তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ক্রুটী করব না।

প্র, দ। মহারাজ, এ হতভাগাদের প্রতি আপনকার এত অনুগ্রহ কেন?

রুদ্র। বলছি শোন। আমি জানি তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই।

প্র, দ। আমরা কয়েদ হতে ডরাই নে, মরতেও ডরাই নে। কাজেই কোন কাজ করতে পিছপাও হই নে।

রুদ্র। এ সাহসিকের যোগ্য কথা বটে।

দ্বি, দ। মানুষে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে, আমরাও প্রতিজ্ঞে করেছি সুযোগ পেলেই মানুষের সর্ব্বনাশ করব—তাতে যা হবার তাই হবে।

রুদ্র। হাঁ, তোমাদের মনুষ্যত্ব আছে—দৃঢ়তাকে আমি অন্যান্য গুণের অপেক্ষা অধিক প্রশংসা করি। বিনয়পাল না তোমাদের ধরিয়ে দিয়েছিল?

প্র, দ। আপনি পঞ্চনদের দুর্দ্দান্ত রাজা, আর আপনকার প্রধান কর্ম্মচারী বিনয়পাল, আপনকার সাক্ষাতে বলছি বিনয়পালকে একবার দেখব।

দ্বি, দ। মানুষ দুই রকম, অধার্ম্মিক আর বকা ধার্ম্মিক। বকা ধার্ম্মিকের মত নষ্ট লোক আর হতে নাই। সেই বকা ধার্ম্মিকের মধ্যে বিনয়পালের যুড়ি মেলে না।

রুদ্র। তোমরাই আমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করবার যোগ্য পাত্র। বিনয়পাল যদিও আমার প্রধান কর্ম্মচারী, তথাপি আমি সমস্ত অন্তরের সহিত তাকে ঘৃণা করি। তার বেঁচে থাকা আমার মৃত্যুস্বরূপ। তার জীবনের প্রতি পলক আমার দুর্ভাবনার একটী একটী যুগ বললে হয়।

প্র, দ। আজ্ঞা দিন, তিন দিনের মধ্যে বিনয়পালকে সরাচ্ছি।

রুদ্র। আজই।

দ্বি, দ। যে আজ্ঞা। সন্ধ্যা হলে হয়।

রুদ্র। কেবল মূল-বৃক্ষ ছেদন করলে হবে না—ঝাড় সমেৎ নির্ম্মূল করা চাই।

প্র, দ। যে আজ্ঞা।

রুদ্র। বিনয়পাল আর শোভনপাল গেলে আমি নির্ব্বিঘ্ন হই। তার পর অর্থ চাও, পদ চাও, যা চাইবে তাই আমি তোমাদিগকে দেব—যে রূপ বড় হতে কখনও আশা কর নি, স্বপ্নেও ভাব নি, তোমাদিগকে সেই রূপ বড় করব। এখন ও দিকে গিয়ে বস, আদ দণ্ড পরে আমি এসে বলে দিচ্ছি কোথায় এবং কখন কার্য্য নির্ব্বাহ করতে হবে। দেখ, পঞ্চনদের রাজা তোমাদের নিকট আপন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ খুলে দেখাচ্ছে, কাজের পূর্ব্বে কি পরে ইহার বিন্দু বিসর্গও যেন প্রকাশ না হয়, যদি প্রকাশ কর আমি এমন যন্ত্রণার সহিত তোমাদের প্রাণদণ্ড করব যে তা মনে করতে গেলে তোমাদের অসাড় হৃদয়ও কেঁপে যাবে।

প্র, দ। হাড়িকাটে মুণ্ড দিয়ে বুকে পাথর চাপালেও একটী কথা জীবের আগায় আনব না—প্রাণ যাবে তবু পেটের কথা মুখে আসবে না। আমরা বাইরে গিয়ে বসি।

রুদ্র। যাও, আমি এখনই আসছি—বিনয়পাল, স্বর্গেই যাও আর নরকেই যাও, আজ রাত্রেই যেতে হবে।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-ভবন, অন্তঃপুর।

চতুরিকার প্রবেশ। সঙ্গে ভৃত্য।

চতু। বিনয়পাল চলে গেছে কি ?

ভৃত্য। আজ্ঞা, মা ঠাকুরাণি। রেত্তে আবার আসছেন।

চতু। যা, মহারাজকে বলগে যা, তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন আছে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

চতু। লাভ হল, মনের সুখ গেল। এ তো লাভ নয়, সর্ব্বস্ব খোয়ান। মারা অপেক্ষা মরা ভাল যদি তাতে স্থির সৌভাগ্য লাভ না হয়। এই যে আসছেন,—অনাহারে অনিদ্রায়ও মানুষের এমন খারাপ চেহারা হয় না।

রুদ্রপালের প্রবেশ।

এস, তুমি একাকী থাক কেন ? এখনও তোমার দুর্ভাবনা যায় নি ? দুর্ভাবনার কারণ যে তারই সঙ্গে তার চলে যাওয়া উচিত ছিল। যে রোগের ঔষধ নাই, তার বিষয় ভেবে কেন মিছে সারা হও ? যা হয়েছে তা হয়েছে।

রুদ্র। আমরা সাপ মারতে পারি নি, ঘেঁটিয়েছি মাত্র—আমাদের কেবল দংশনের ভয় বাড়িয়েছি। আহার করি, ভয় ; জেগে থাকি, ভয় ; নিদ্রা যাই, ভয়। মেরে শান্তি দিয়েছি, অশান্তি পেয়েছি। অন্তর খেয়ে ফেললে, ছিঁড়ে ফেললে, পুড়িয়ে ছাই করে ফেললে। সূর্য্যপাল সুখ-ধামে গিয়েছে, সেখানে শত্রুর ভয় নাই, বিশ্বাসঘাতকের ভয় নাই, বিশ্বাসঘাতকের পাপ অস্ত্রেরও ভয় নাই।

চতু। (হস্ত ধরিয়া) আজ দশ জন তোমার বাড়ীতে আসবে, তারা তোমার চেহারা দেখে কি মনে করবে? তাদের হাসি খুসীর সঙ্গে আদর আহ্বান করবে, মিষ্ট কথায় বাধ্য করবে—

রুদ্র। তার ত্রুটী হবে না।

চতু। মন থেকে দুর্ভাবনা দূর কর।

রুদ্র। পারি নে যে। দুর্ভাবনা আমার মন কুরিয়ে কুরিয়ে খাচ্ছে—বিনয়-পাল ও শোভনপাল এখনও জীবিত আছে।

চতু। তারা অমর বর পেয়ে আসে নি তো।

রুদ্র। আশা আছে। দিন শেষ হল। আজ আকাশে ভালরূপে তারা উঠ-বার পূর্ব্বে, রাত্রিচর পক্ষী আহারান্বেষণে বেরবার পূর্ব্বে, নগরের কোলাহল নিস্তব্ধ হবার পূর্ব্বে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হবে।

চতু। কি ঘটনা হবে?

রুদ্র। শুনে কেন পাপভাগী হবে? হয়ে গেলে তখন বলও "বেশ হয়েছে"। সর্ব্ব-সংগোপনকারী অন্ধকার এস, পাপ-প্রকাশক দিনকে দূর কর, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। তুমি আমার কথা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছ, কিন্তু এখন কিছু জিজ্ঞাসা করও না। পাপে যাহা লাভ করেছি, পাপে তাহা রক্ষা করতে হবে—দিন শেষ হল, অন্ধকার চেপে এল, নিশাচরগণ জাগ্রত হল, দুর্জ্জনের হৃদয়ে সাহস এল, রুদ্রপালের আশা সফল হতে চলল।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ।

দুই জন দস্যুর প্রবেশ।

প্র, দ। এই গাছের আড়ালে দাঁড়াই। এখনও পশ্চিম দিকের আকাশে সিঁদুরে মেঘ সম্পূর্ণ কাল হয় নি—পথিক সময়ে সরাইতে পৌঁছবার আশায় বেগে চলেছে, পড়ে কি মরে জ্ঞান নাই। আমরা আমাদের শিকারের জন্য তৈয়ার হয়ে থাকি।

দ্বি, দ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

[নেপথ্যে] আলো ধরে আগে আগে যা।

প্র, দ। সেই বটে?

দ্বি, দ। সেই বটে।

প্র, দ। ঘোড়া হতে নেমে হেঁটে আসছে।

আলোক হস্তে এক জন ভৃত্যের প্রবেশ। পশ্চাতে বিনয়পাল ও শোভনপাল।

প্র, দ। (আস্তে) আলো নিয়ে আসছে।

দ্বি, দ। সেই বটে। দেখতে পায় না যেন।

প্র, দ। আর একটু এগুক।

বিন। আজ রেতে বোধ হয় বৃষ্টি হবে।

প্র, দ। হয়েছে, মার।

বিন। শোভন, পালাও, পালাও, পালাও—বিশ্বাসঘাতকতা—শোভন, এর শোধ নিও, দুরাচার!—[পতন।]

[শোভনপাল ও ভৃত্যের প্রস্থান।

দ্বি, দ। এক জন পড়েছে, ছেলেটা পালিয়েছে। আমাদের কাজের ভাল অৰ্দ্ধেক পণ্ড হয়েছে।

প্র, দ। চল, যা হয়েছে তারই সংবাদ দি গিয়ে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজ ভবন।

রুদ্রপালের প্রবেশ। সঙ্গে দামোদর, বনবিহারী ও অন্যান্য আহূত ব্যক্তিগণ।

রুদ্র। এস, এস, তোমরা আজ অনুগ্রহ করে এ বাড়ীতে এসেছ, আমার আহ্লাদের সীমা নাই। বস বনবিহারি, বস দামোদর—

বন। আপনি বসুন, তার পরে আমরা বসছি।

রুদ্র। তোমরা বস না, আমি বসছি, তায় দোষ নাই। এখন আমি তোমাদের চাইতে বড় নই, তোমাদের সমান। এখন তোমাদের নিকট রাজ-ভক্তি চাই না, চাই বান্ধব-স্নেহ। আমি দেখছি আর সকলে আসছে কি না?

রুদ্রপাল ব্যতীত সকলের উপবেশন।

বন। আমরা এখন মনের মত প্রভু পেয়েছি।

দামো। মহারাজ আমাদিগকে কিছুই দিতে বাকি রাখলেন না।

রুদ্র। লচমন্, শ্বেতাভ, শিবশরণ, পান দে, তামাক দে; ভৃগুরাম, সুগন্ধ জল ছিটিয়ে দে। এসেছ, আমি যাচ্ছি।

এক জন দস্যুর দ্বারে প্রবেশ।

রুদ্র। (অগ্রসর হইয়া) তোমার মুখে রক্ত লেগেছে।

দস্যু। এ রক্ত বিনয়পালের।

রুদ্র। (চমকিত হইয়া) বিনয়পালের! গিয়েছে?

দস্যু। আজ্ঞা, আমারই হাতে।

রুদ্র। বেশ, বেশ। শোভনপাল গিয়েছে কার হাতে? তোমার হাতে যদি গিয়ে থাকে, রুদ্রপাল চিরকালের নিমিত্ত তোমার হাতধরা হয়ে থাকবে।

দস্যু। মহারাজ, শোভনপাল পালিয়েছে।

রুদ্র। আমার আবার বিকার উপস্থিত হল। সুস্থ হতে পারলেম না। যে ভগ্ন ঘরে বাস সেই ভগ্ন ঘরে বাস। সন্দেহ, ভয়, ভাবনা পুনর্ব্বার আমাকে ঘিরে ফেললে। রাজা হয়ে কারাবাসী হলেম। সিংহাসনে বসব, মস্তকের উপর বজ্র গর্জ্জন করবে। রাজমুকুট শিরে ধারণ করব কিন্তু সেখানে নিয়ত আগুন জ্বলবে। বিনয়পাল তো বেঁচে উঠবে না?

দস্যু। এতক্ষণ তিনি চন্দ্রভাগার জলজন্তুর উদরস্থ হলেন।

রুদ্র। সর্পশিশু পালিয়েছে—এখনও তার বিষদন্ত উঠে নি, সময়ে তারই দংশনে জরজর হতে হবে। তুমি এখন যাও। কাল প্রাতে পুনর্ব্বার এ বিষয়ে কথা হবে। ওরে, পান তামাক দে।

দামো। মহারাজ, বসতে আজ্ঞা হক।

বিনয়পালের আত্মার প্রবেশ ও উপবেশন।

রুদ্র। আমার রাজ্যের গৌরব এইখানে উপস্থিত, কেবল বিনয়পালের না আসায় তাহার প্রধান অঙ্গের অভাব দেখছি। বিনয়পাল আমার প্রতি এত নির্দ্দয়, তা আমি পূর্ব্বে জানতাম না।

বন। যদি না আসতে পারবেন তবে অঙ্গীকার করলেন কেন? মহারাজ বসুন।

দামো। আপনি অমন করে চমকে উঠলেন কেন?

রুদ্র। তোমাদের মধ্যে কে এ কাজ করেছ?

সকলে। কি কাজ মহারাজ?

রুদ্র। তুমি বলতে পার না আমি এ কাজ করেছি—আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে শাসাও কি?

দামো। চলুন, আমরা যাই, মহারাজকে অসুস্থ দেখছি। এখানে এত লোক থাকলে পীড়া বৃদ্ধি হবে। [সকলের গাত্রোত্থান।]

একজন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। রাণী ঠাকুরাণী বলে দিলেন, আপনারা যাবেন না। মহারাজের এ রকম হয়ে থাকে, এখনই আবার সুস্থ হবেন। আপনারা তাঁর কথায় মন দেবেন না, কোন কথাও বলবেন না, তা হলে রোগ বেড়ে যাবে।

রুদ্র। আমার করবে কি বল না, আমি তোমাকে ডরাই না।

[কম্পন ও অজ্ঞান হইয়া পতন।]

[আত্মার প্রস্থান।

বন। ধর, ধর, ধর, মহারাজ অজ্ঞান হয়ে পলেন—

রুদ্র। (চৈতন্য লাভ ও গাত্রোত্থান।)

দামো। লেগেছে কি?

রুদ্র। না, না, তোমরা উঠলে কেন? বস। আমার এই এক রোগ আছে—এ কিছুই নয়, যারা জানে তাদের কাছে কিছুই নয়—কিছুই মনে নাই—বস, বস, পান দে রে—

বন। কোন ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন কি?

রুদ্র। কিছু না—তোমরা আর এ বিষয় ভেব না। আজ আমার সুখের সীমা নাই, পঞ্চনদের মহাত্মা সকলেই এইখানে, শুদ্ধ বিনয়পাল না আসাতে মনে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে—পরমেশ্বর করুন যেন তার কোন বিপদ না ঘটে থাকে। দূর হ, দূর হ, তুই এখানে কেন ? পৃথিবি, একে লুকিয়ে ফেল, দেখতে পারি নে। তোর শরীরের সমুদায় রক্ত বাইরে—চথে দীপ্তি নাই, অথচ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

[নেপথ্যে] লচ্‌মন্, এঁদের বল্, এঁরা যেন কিছু না মনে করেন—রোজই এই রকম হয়ে থাকে। দুঃখ এই যে এঁদের আমোদ আহ্লাদে বাগড়া পড়ল।

বন। মহারাজের সেরে ওঠাই আমাদের আমোদ আহ্লাদ।

রুদ্র। মানষে যা পারে আমিও তা পারি। শিকার-হারাণ সিংহ, কি দুর্জ্জয় অজগর সর্পের মূর্ত্তি ধারণ করে আমার নিকট আয়, এই মূর্ত্তি ছাড়া যে মূর্ত্তিতে হক না কেন আমার নিকট আয়, আমি ধবলগিরির ন্যায় অটল থাকব—না হয় পুনর্জ্জীবিত হয়ে অস্ত্র ধারণ করে আমার নিকট আয়, ভয়ে যদি আমার একবার পলক পড়ে আমার কাপুরুষ নাম জগতে ঘোষণা করে দিস্। দূর হ, শবরূপী প্রেত—দূর হ, ছায়ারূপী বিভীষিকা। [কম্পন।]

দামো। আবার বুঝি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।

রুদ্র। আমি তোকে ডরাই না, নরক হতে যদি শত সহস্র পাপাত্মা উঠে আসে, আমি তাদের ভয় করি না।

[নেপথ্যে] লছ্‌মন্, বল্ আমি মহারাজের নিকট যাব। আমি না গেলে বারম্বার তাঁর এইরূপ হবে।

সকলে। রাজমহিষী এখানে আসুন। আমরা চললেম। মহারাজ, আমরা আসি। কাল এসে যেন দেখতে পাই সুস্থ হয়েছেন।

[প্রস্থান।

চতুরিকার প্রবেশ।

চতু। তুমি কি মানুষ নও ? কি দেখেছ যে একেবারে ঢলাঢলি করে ফেললে ? ছি, ছি, ছি ! সে দিন শূন্যে তরোবার দেখলে, আজ দেখলে মরা মানুষ উঠে এসেছে—একেবারে অবাক করালে—চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে, কেঁপে,

অজ্ঞান হয়ে কি কাণ্ডটা করলে বল দেখি ? বুড় মানুষের গল্পে এ সব শোনা যায় বটে, কোন কালে কেউ এমনটী করি নি। ছি, ছি, ছি !

রুদ্র। এর পূর্ব্বে মানষে মানুষ মেরেছে—মারলে মল, চুকে গেল। এখন কি না মরা মানুষ ভাঙ্গা মাথা নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, মাথা নেড়ে ভয় দেখায়, আর টপ টপ করে রক্ত পড়ে—ও—হ।

চতু। আবার দেখলে না কি ?

রুদ্র। আমাকে ধর, বিনয়পাল আমার সমুদয় মনুষ্যত্ব হরে নিলে। এও হতে পারে ? হয়েছে। লোকে বলে মারলে মরতে হয়—পশু, পক্ষী, গাছ, পাথর, এরাও খুনীকে ধরিয়ে দেয়—

চতু। দেয় দিলে তাতে কি ? তুমি করবে রাজত্ব ? ভয় তোমার উপর রাজত্ব করছে। স্থির হও, স্থির হও। শত্রু অনেক, ইচ্ছা করে ভিতরে শত্রু পুষ না।

রুদ্র। (স্থির হইয়া) রণবীর আজ আসে নি ! আমাদের নিমন্ত্রণ তার গ্রাহ্য হল না।

চতু। কেন আসে নি শুনেছ ?

রুদ্র। না। জানতে বাকী থাকবে না। আমার গয়েন্দা যে বাড়ীতে নাই, সে বাড়ীই নয়। আমি রক্তস্রোতে নেমেছি, পার না হলে নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মের ইচ্ছা মনে উদয় হচ্ছে, আমি তা সবই করব। দুষ্কর্ম্মনির্ম্মিত দুর্গে আমার সৌভাগ্য অবস্থিতি করবে।

চতু। এখন তুমি মানষের মত কথা বলছ। মানষের মত কার্য্যও কর। তুমি পঞ্চনদের রাজা, তোমার ক্ষমতা অসীম। সেই ক্ষমতা ভাল করে দেখাও। লোকে যেন তোমার নামে কেঁপে যায়, শুদ্ধ ভয়ে যেন সকলে তোমার বশীভূত হয়।

রুদ্র। সূর্য্যপাল গেছে, বিনয়পাল গেছে, এখন যাকে একটু সন্দেহ করব তারই সর্ব্বনাশ করব।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দামোদর ও এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের প্রবেশ।

দামো। সবই আশ্চর্য্য--সময় আশ্চর্য্য, মানুষ আশ্চর্য্য, ঘটনা আশ্চর্য্য। সূর্য্যপালের মৃত্যুতে রুদ্রপালের দুঃখের আর সীমা নাই। সন্তানে সিংহাসন লোভে স্নেহময় পিতাকে মারলে--কারণ তারা দেশান্তরী হয়েছে। বিনয়পালকে মারলে—কে তাকে মারবে? তার ছেলে শোভনপাল—কারণ শোভনপাল পালিয়ে গিয়েছে। সূর্য্যপাল গেল, দোষী হল তার সন্তানেরা! বিনয়পাল গেল, দোষী হবে তার পুত্র শোভনপাল। এখন রুদ্রপাল সুখে রাজত্ব করুন। পিতৃঘাতী বালকেরা ন্যায়পরায়ণ রুদ্রপালের হাতে পড়ে তা হলে জানতে পারবে পিতৃহত্যার কি ফল। আবার শুনেছ রণবীর পদচ্যুত হয়েছে কি জন্যে? খোসামোদ করে চলতে পারে নি আর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে নি বলে। রণবীর কোথায় গিয়েছে তার আর কিছু কি শুনেছ?

স, লো। ইন্দ্রপাল দিল্লীতে গিয়েছে। দিল্লীরাজ তাকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত আশ্রয় দিয়েছেন। রণবীরও সেইখানে গিয়েছে। তারা যত দিন সসৈন্য পুনর্ব্বার পঞ্চনদে না আসবে, তত দিন আমরা নির্ব্বিঘ্নে আহার বিহার করতে পারব না। এখন কার প্রাণ যে কখন যায় কেউ বলতে পারে না।

দামো। কাল প্রাতে রুদ্রপাল রণবীরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রণবীর স্পষ্ট করে বললে "আমি যাব না।" মহারাজের লোক মুখ ভারি করে ফিরে গেল।

স, লো। কাল বৈকালেই পরিবার শতদ্রু নদীর ওপারে সোরাঁও গ্রামে রেখে রণবীর দিল্লী চলে গেছে। পরমেশ্বর তাকে রক্ষা করুন ও তার ইচ্ছা সুসিদ্ধ করুন।

দামো। পঞ্চনদের কাল-রাত্রি শীঘ্র অবসান হক।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নরমুণ্ড হস্তে একজন শবসাধকের প্রবেশ।

সঙ্গে ভৈরবীত্রয়।

শ, সা। সাধনের সময় তোমরা আমার কি না সাহায্য করেছ? এখন বল তোমাদের কি উপকার করতে হবে?

প্র, ভৈ। ধবল গিরির উত্তরে দ্বাদশ ক্রোশ গভীর গহ্বরের তলে একটী জিনিষ আছে, সেটি আমাকে এনে দিতে হবে।

শ, সা। সে জিনিষটি কি?

প্র, ভৈ। যখন মহাদেব সতীর অপমানে ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করবার জন্য যাত্রা করেন তখন আপন মস্তকের একগাছ জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলেন, সেই জটায় বীরভদ্রের জন্ম হয়। সেই জটার তিন গাছ চুল ঐ গহ্বরের তলে আছে। ওই চুলের বিভীষিকা জন্মাবার ক্ষমতা আছে সেই জন্য আমার তা প্রয়োজন হয়েছে। সেই গহ্বর তুষারে পরিপূর্ণ। তারই নীচে হতে আমাকে তিন গাছা না হয় এক গাছা চুলএনে দিতে হবে।

শ, সা। আচ্ছা।

দ্বি, ভৈ। আমারও একটু কাজ করতে হবে। ভগবতী যেখানে রক্তবীজকে নষ্ট করেন সেইখানে একটী অশোক গাছ আছে। একটী মহিষ সেই গাছের পাতা খায়। সেই মহিষ আজ বিন্ধ্যাচলে ছিন্নমস্তার মন্দিরে বলি দেওয়া হচ্ছে। আমার সেই মহিষরক্তের প্রয়োজন হয়েছে, কারণ সে রক্তের প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি আছে।

শ, সা। আনিয়ে দিচ্ছি। সে মহিষ কি বলি দেওয়া হয়ে গিয়েছে?

দ্বি, ভৈ। হাঁ হয়ে গিয়েছে। তার রক্ত এখন কমণ্ডলুতে ঢালছে।

তৃ, ভৈ। আমার জন্যও তোমার একটু কষ্ট নিতে হবে। লঙ্কায় এখনও রাবণের চিতা জ্বল্‌ছে। সেই চিতার নীচের কাচা মাটি আমাকে এনে দিতে হবে। এ মাটির অগ্নি জন্মাবার ক্ষমতা আছে, এ জন্যে আমার তা প্রয়োজন হয়েছে।

প্র, ভৈ। আর একটী কাজ করতে হবে। রুদ্রপালের নিদ্রা নাই। সেই অনিদ্রার অবস্থায় তাকে একটী স্বপ্ন দেখাতে হবে,—চন্দ্রভাগার তীরস্থ পর্ব্বত-গুহার মধ্যে আমাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে।

শ, সা। (উপবেশন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ) মহাদেবের আজ্ঞায় শীঘ্র এই স্থানে উপস্থিত হও। এই জবা ফুল মাটিতে পড়তে না পড়তে এখানে উপস্থিত হও। (নেপথ্যের দিকে জবা পুষ্প নিক্ষেপ।)

জবা পুষ্প মস্তকে নৃত্য করিতে করিতে প্রথম
পিশাচের প্রবেশ।

পিশা। কে আমাকে ডাকলে?

শ, সা। যাও ধবল গিরির উত্তরে দ্বাদশ ক্রোশ গভীর তুষারাবৃত গহ্বরের নীচে যে তিন গাছ চুল পড়ে আছে, তাহা এই দণ্ডেই আমাকে এনে দিতে হবে।

[পিশাচের প্রস্থান।

শ, সা। মহাদেবের আজ্ঞায় শীঘ্র চলে এস। এই জবাফুল মাটিতে পড়তে না পড়তে চলে এস। (নেপথ্যের দিকে জবাপুষ্প নিক্ষেপ।)

দ্বিতীয় পিশাচের প্রবেশ।

দ্বি, পি। আজ একটীও মানষের ঘাড় মটকাতে পারি নি। কে আমাকে ডাকলে?

শ, সা। যাও রাবণের চিতার নীচের কাঁচা মাটি এনে দেও।

দ্বি, পি। আর কাউকে পাঠাও।

শ, সা। যদি তুমি না যাও তোমাকে মড়ার মাতার মধ্যে করে পোড়াব।

দ্বি, পি। যাই।

শ, সা। মহাদেবের আজ্ঞায় শীঘ্র এস। এই জবাফুল মাটিতে পড়তে না পড়তে শীঘ্র এখানে এস। (নেপথ্যের দিকে জবাপুষ্প নিক্ষেপ।)

পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ।

তোমাদের এক জন যাও, বিন্ধ্যাচলে ছিন্নমস্তার মন্দির হতে আজকার বলি দেওয়া মহিষের রক্ত এনে দেও। আর এক জন রুদ্রপালকে এই স্বপ্ন

দেখাও গিয়ে যে চন্দ্রভাগার তীরে পর্ব্বত-গুহার মধ্যে তাহার সঙ্গে এই ভৈরবীদিগের সাক্ষাৎ হবে।

[পিশাচদ্বয়ের প্রস্থান।

পিশাচদিগের পুনঃপ্রবেশ।

প্র, পি। এই নেও।

দ্বি, পি। এই নেও।

তৃ, পি,। এই নেও।

শ, সা। তোমাদিগের প্রার্থনীয় দ্রব্য সকল পেলে, আমি এখন আসি।

(আর কতকগুলি পিশাচের প্রবেশ ও শব সাধককে বেষ্টন করিয়া নৃত্য।)

[যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্ধকারাবৃত পর্ব্বত-গুহা।

ভৈরবীত্রয়ের প্রবেশ।

প্র, ভৈ। আমাদের যা যা প্রয়োজন সবই আছে। আমার কাছে মহাদেবের জটার চুল।

দ্বি, ভৈ। আমার কাছে ছিন্নমস্তার নিকট বলি দেওয়া মহিষের রক্ত।

তৃ, ভৈ। আমার নিকট রাবণের চিতার নীচের কাঁচা মাটি।

প্র, ভৈ। রুদ্রপাল গুহার মধ্যে প্রবেশ করছে।

দ্বি, ভৈ। এই যে।

রুদ্রপালের প্রবেশ।

রুদ্র। তোমরা আমাকে হাত ধরে দুষ্কর্ম্মে নামিয়েছ—

প্র, ভৈ। আমাদিগকে দুষ না।

দ্বি, ভৈ। আমরা কারও ভাল মন্দ করি না।

তৃ, ভৈ। আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে ভবিষ্যতের কথা বলি।

রুদ্র। আমি তোমাদিগকে কতক গুলি কথা জিজ্ঞাসা করব, উত্তর দেও।

প্র, ভৈ। ভাল।

দ্বি, ভৈ। জিজ্ঞাসা কর।

তৃ ভৈ। উত্তর দিব।

প্র, ভৈ। যা কখন মানুষে দেখে নি তা এখনি দেখতে হবে! ভয় পাবে না ত?

রুদ্র। না।

দ্বি, ভৈ। যদি ভয় না পাও, তোমার জানবার বিষয় জানতে পাবে। ঐ খানে স্থির হয়ে দাঁড়াও।

ভৈ, ত্রয়। ভয় ভয় মহা ভয়,
আকাশে পাতালে ভয়,
চারিদিকে মহা ভয়,
কাপুরুষের মনে ভয়।

[হস্ত হইতে মহাদেবের চুল নিক্ষেপ।]

খড়্গ হস্তে দীর্ঘকায় বিকটাকার মূর্ত্তির প্রবেশ ও রুদ্রপালের দিকে গমন। রুদ্রপালের অসি নিষ্কোষ করিবার চেষ্টা।

প্র, ভৈ। ক্ষীণজীবী মানুষ, যদি মরবের ইচ্ছা থাকে অসি নিষ্কোষিত কর।

দ্বি, ভৈ। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক।

মূর্ত্তি রুদ্রপালের গলদেশে বাম হস্ত দিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত।

তৃ, ভৈ। তোমার কাজ হয়েছে, তুমি যাও।

[মূর্ত্তির প্রস্থান।

ভৈ, ত্রয়। ভয় ভয় মহা ভয়,
আকাশে পাতালে ভয়,
চারি দিকে মহা ভয়,
পাপীর হৃদয়ে ভয়।

[ভূতলে মহাদেবের কেশ নিক্ষেপ।]

রক্তাক্তকলেবর হৃদয়ে তরবারি বসান একটী
মূর্ত্তির প্রবেশ ও রুদ্রপালের দিকে গমন।
রুদ্রপালের মুখ ফিরান।

মূর্ত্তি। মুখ ফিরাও কেন? আপনার কার্য্য দেখ।

প্র, ভৈ। রুদ্রপাল, বাঁচবার ইচ্ছা যদি থাকে মুখ ফিরিও না।

দ্বি, ভৈ। যদি অভীষ্ট সিদ্ধির ইচ্ছা থাকে চক্ষু বন্ধ করও না। (চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মূর্ত্তির দিকে রুদ্রপালের এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ।)

রুদ্র। যদি আমার নরকে প্রবেশ করতে হয়, আমি নির্ভয়ে নরকে প্রবেশ করব।

প্র, ভৈ। তোমার কার্য্য হয়েছে, তুমি যাও।

ভৈ, ত্রয়। ভীম ভাবে ব্রহ্মময়ী,
দৈত্যরণে হয়ে জয়ী,
নাচেন সমরস্থলে,
তাহে ভূমণ্ডল টলে।
ছাড়িছেন বারম্বার,
বোমভেদী হুহুঙ্কার,
উথলিল সিন্ধুনীর,
ভুবন হলো অস্থির,
সূর্য্যে অগ্নি উথলিল,
ব্রহ্মাণ্ড তেজে দহিল,

অগ্নি অগ্নি মহা অগ্নি,
আকাশে পাতালে অগ্নি,
চারি দিকে মহা অগ্নি,
পাপীর হৃদয়ে অগ্নি।

[ভূতলে রাবণের চিতার মৃত্তিকা ক্ষেপণ ও সজোরে ত্রিশূলাঘাত।
হঠাৎ আগুণ জ্বলিয়া উঠা।]

প্র, ভৈ। রুদ্রপাল, আমাদের পূজনীয় যাঁহারা তাঁহাদের নিকট হতে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে।

ভৈ, ত্রয়। (অগ্নির চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে করিতে)

শকতি শকতি শকতি মূল,
শকতি হইতে সূক্ষ্ম আর স্থূল,
শকতি হইতে বিধি বিষ্ণু হর,
শকতি হইতে বিশ্ব চরাচর।
হয়ে অচেতন পুরুষ আছিলা,
শকতি প্রভাবে চৈতন্য পাইলা।
শকতি প্রভাবে পুরুষ-চিতে
বাসনা হইল ব্রহ্মাণ্ড সৃজিতে,
শকতি প্রভাবে অনন্ত সলিল
ভীষণ নিনাদে গর্জ্জিয়া উঠিল,
হইল সৃজন দ্যুলোক ভূলোক
পবন অনল আঁধার আলোক।
হইল সৃজন বিশ্ব চরাচর
দেবতা মানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
শকতি শকতি শকতি মূল
শকতি হইতে সূক্ষ্ম আর স্থূল,
শকতি হইতে বিধি বিষ্ণু হর
শকতি হইতে বিশ্ব চরাচর।

(অনলে মহিষের রক্ত বিন্দু বিন্দু ক্ষেপণ। বজ্রাঘাত।)

অনল হইতে একটী অস্ত্রবেষ্টিত মস্তক উত্থিত।

রুদ্র। তুমি যেই হও না কেন, আমার প্রশ্নের—

প্র, ভৈ। ইনি তোমার মনের কথা জানেন, প্রশ্নের প্রয়োজন নাই।

মূর্ত্তি। রুদ্রপাল, রণবীর সম্বন্ধে সাবধান, সাবধান, সাবধান।

[অন্তর্ধান।

রুদ্র। তুমি বড় উপকার করলে, আমার ভয়ের মূল দেখিয়ে দিয়েছ। আর একটি কথা—

দ্বি, ভৈ। কে তুমি যে ইনি তোমার আজ্ঞা পালন করবেন?

ভৈ, ত্রয়। শকতি শকতি শকতি মূল, ইত্যাদি। (অনলে রক্ত ক্ষেপণ। বজ্রাঘাত।)

অনল হইতে একটী রক্তাক্ত মস্তক উত্থিত।

রুদ্র। এ কে? মস্তকে রাজ-মুকুট—

প্র, ভৈ। শুন, কিছু বলও না।

মূর্ত্তি। সিংহের ন্যায় মহাতেজা হও। পৃথিবীর কাউকেও গ্রাহ্য করও না। শত্রুর ক্রোধ, ভয়-প্রদর্শন; বিদ্রোহীর কৌশল, ষড়যন্ত্র কিছুতেই ভয় পেও না। নিশ্চয় জেন, রুদ্রপাল, যত দিন লুধিয়ানার বন ধর্ম্মকোটে না চলে আসবে, তত দিন তোমার মার নাই।

[অন্তর্ধান।

রুদ্র। লুধিয়ানার জঙ্গলও হাঁটতে শিখবে না, রুদ্রপালেরও শত্রু হস্তে মরণ হবে না। পঞ্চনদের মৃত্তিকা পর্য্যন্তও বিদ্রোহী হলে আমার কিছু করতে পারবে না। কিন্তু আর একটী বিষয় জানতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে। বল বিনয়-পালের সন্তানেরা কি রাজা হবে?

ভৈ, ত্রয়। আর জানতে ইচ্ছা করও না।

রুদ্র। এই আমার শেষ প্রশ্ন। এর উত্তর দিয়ে আমাকে কিনে রাখ। নচেৎ তোমাদের সর্ব্বনাশ হক।

ভৈ, ত্রয়। তবে দেখা দিয়ে রুদ্রপালের হৃদয় দগ্ধ করে যাও।

শকতি শকতি শকতি মূল, ইত্যাদি।

[নেপথ্যের দিকে মহিষরক্ত ছিটাইয়া দেওয়া।]

ভেরী-নিনাদ। ক্রমে আট জন রাজার প্রবেশ ও নেপথ্যের উপর দিয়া গমন। শেষ জনের হস্তে দর্পণ। পশ্চাতে বিনয়পাল।

রুদ্র। তোর আকার বিনয়পালের ন্যায়, শীঘ্র দূর হ। তোর মস্তকে রাজ-মুকুট, তুইও প্রথম জনের মত রাজ-বেশে যাচ্ছিস—ওরে পাপীয়সীগণ, তোরা আমাকে কি দেখালি? তিন জন—চারি জন—এদের কি শেষ হবে না—পাঁচ জন, ছ জন, আর দেখতে পারি নে—তবুও আসে। আমি আর দেখব না। (মুখ ফিরান) সাত জন, আট জন—এর হাতে কি? দর্পণ, দর্পণের ভিতরে কত? পশ্চাতে বিনয়পাল, রক্তাক্তকলেবর, বড় হেঁসে হেঁসে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে,—বিনয়পাল, দাঁড়া, দাঁড়া, এখনই তোর হাঁসি দেখাচ্ছি। চলে গেছে—হাঁসতে হাঁসতে চলে গেল। (অবাক হইয়া দণ্ডায়মান)

ভৈরবীত্রয়ের প্রস্থান।

আমার জীবনের এই মহা কুক্ষণ। এ দেখবার পূর্ব্বে কেন আমার চৈতন্য গেল না, জীবন গেল না। আমার সৌভাগ্যের চারি দিকে দিগদিগন্তব্যাপী ভীষণ মরুভূমি। যাক যতক্ষণ দিন থাকে আপন প্রভাবে অষ্ট কুলাচল সপ্ত সমুদ্রকে বিকম্পিত করব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-ভবন।

চতুরিকা ও রুদ্রপালের প্রবেশ।

চতু। তারা কি বললে?

রুদ্র। তারা আমাকে আকাশে তুললে, শেষে পাতালে ফেললে।

চতু। তারা বললে কি?

রুদ্র। বললে নারী-প্রসূত কেহ আমাকে মারতে পারবে না, লুধিয়ানার যবন ধর্ম্মকোটে না চলে এলে আমার কোন ভয় নাই।

চতু। তবে আর কি? আমাদের আর পায় কে?

রুদ্র। এখন সহস্র রণবীর একত্র হয়েও আমার আর কিছু করতে পারবে না। আমি পঞ্চনদের সিংহাসনে বসে রইলেম, কে এখন আমাকে সেখান হতে নামায়। এখন আমার যা মনে আসবে, তাই করব। আমার ক্রোধ, হস্ত, এবং তরবার এক ঐক্য হয়ে কাজ করবে। রণবীর স্ত্রীপুত্র পরিবার সোবরাঁওয়ে রেখে গিয়েছে—সেখানে আমারও ক্রোধ চলল, স্ত্রীলোকের কাতরোক্তি বা শিশুর ক্রন্দন কিছুই শুনবে না।

চতু। তারা আর কিছু বললে না?

রুদ্র। তা আমার না শুনাই ভাল ছিল। বিনয়পাল—(চমকিত হইয়া) আর দেখতে পারি নে।

চতু। এ আবার কি? চমকে উঠলে যে। বিনয়পাল আবার তোমার কাছে এল নাকি?

রুদ্র। ও—হ! বিনয়পালকে মন হতে দূর করতে পারব না। ও—হ! বিনয়পালের সন্তানেরা রাজা হবে। পাপীয়সীরা দেখালে, বিনয়পালের সন্তানেরা রাজা হবে। কে আসছে?

চতুরিকার প্রস্থান ও দামোদরের প্রবেশ।

দামো। মহারাজের জয় হক!

রুদ্র। সংবাদ কি?

দামো। রণবীর দিল্লী পোঁছেছে। তিন দিনের মধ্যে দিল্লীশ্বরের সৈন্য সঙ্গে তারা পঞ্চনদে যাত্রা করছে।

রুদ্র। তারা আসুক, সুরাসুর একত্র হয়ে তাদের সাহায্য করুক, তাতেও আমার ভয় নাই। যাও যুদ্ধের আয়োজন কর গিয়ে।

দামোদরের প্রস্থান ও চতুরিকার পুনঃপ্রবেশ।

চতু। তোমাতে এত মনুষ্যত্ব কখনও দেখি নি। বিনয়পালকে মারলে,

শোভনপালকে কেন মারতে পারলে না? আমাকে যদি আগে বলতে তা হলে আমি তার উপায় করে দিতাম। শোভনপাল কোথায় গেছে?

রুদ্র। কেউ জানে না কোথায় গেছে, পঞ্চনদে নাই।

চতু। চল ঐ ঘরে, একটু বিশ্রাম কর এসে।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সোবরাঁও। প্রাসাদস্থ গৃহ।

পর্য্যঙ্কে রণবীরের শিশুসন্তান নিদ্রাবস্থায় শয়ান।

দস্যুর প্রবেশ।

দস্যু। শয়ের উপর খুন করেছি, তার মধ্যে পাঁচটি মেয়ে মানুষ। বালক বালিকা কখনও মারিনি, আজ সেইটি হবে। শাল, তাল, তমাল অনেক কেটে ফেলিছি—একটা ফুল ছিঁড়ে ফেলতে কি? বেটীকে এখানে দেখতে পাচ্ছি নে। সংসার নরক কুণ্ড। মানুষ গুলো তার কীট। এই একটা তার ডিম মাত্র। বেঁচে থাকলে দুদিনে ফুটবে, তার পরে এরই দংশনে লোকে জ্বালাতন হবে। যত যায় ততই ভাল। (শিশুর দিকে অগ্রসর হইয়া) বেটীকে পেলেম না, এটাকে মারি। (হস্তস্থ ছোরা উত্তোলন) বা! মারতে যাচ্ছি তবু হাসছে—মারতে পারলেম না—পৃথিবীতে পবিত্র জিনিষ আছে—পরমেশ্বরও আছেন। এত কাল কি করেছি! কি কদর্য্য কি সুন্দর তা এখন বোধ হচ্ছে। (নীরব হইয়া দণ্ডায়মান)

রণবীরের স্ত্রীর প্রবেশ।

রণ, স্ত্রী। কি করিস, কি করিস, কি করিস? প্রাণে মারিস নে, প্রাণে মারিস নে। তুই আমার ধর্ম্মের বাপ। আমার সর্ব্বস্ব নে, বাছাকে মারিস নে।

আমার মাথায় ছুরি বসিয়ে দে, বাছাকে প্রাণে মারিস নে। (দস্যুর চরণ দুই হস্তে ধরিয়া) তুই আমার ধর্ম্মের বাপ, বাছাকে মারিস নে।

দস্যু। ওঠ, আমি তোমার সন্তানকেও মারব না, তোমাকেও মারব না— আর কাউকেও মারব না। আজ আমার চোক ফুটল। তোমার বাড়ী স্বর্গ-পুরী, মা।

নিষ্কোষ তরবারি হস্তে এক জন ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃ। দুরাচার, দুরাচার! তুই আমার প্রভুর ঘরে প্রবেশ করেছিস। আমি এখনি তোর প্রাণ নাশ করব।

দস্যু। গোল কর না, চুপ কর। আমাকে মারতে চাও মার কিন্তু তা হলে এঁদের বাঁচাতে পারবে না। মা! তোমার বাড়ীতে এসে আমি আজ নূতন জগতে প্রবেশ করলেম—তোমাদের বাঁচাতে হবে। আমি এক জন দস্যু। মনুষ্য মারা আমার ব্যবসা। আমাকে দুরাত্মা রুদ্রপাল পাঠিয়েছে তোমাকে ও তোমার শিশু সন্তানকে মেরে ফেলতে।

রণ, স্ত্রী। বাছাকে মেরও না, আমাকে মার। তুমি আমার ধর্ম্মের বাপ।

দস্যু। মা! তুমি শান্তিময়ী অমৃতপ্রসবিণী। তোমার সন্তানকে মারা দূরে থাকুক, ঐ প্রফুল্ল মুখের হাসি দেখে আমার এত কালের ভ্রম ভেঙ্গে গেছে। মা! আমার দুষ্কর্ম্মের সঙ্গী অনেক গুলি এ বাটীর নিকটে আছে। আমি নিজে তোমাদিগকে মেরে একাকী সমস্ত পৌরুষভাগী হব এই আশায় আগে ঘরে প্রবেশ করেছি। তারা না আসতে শিশু সন্তানকে নিয়ে এ স্থান হতে পালাও। তারা এসে পড়লে নিস্তার নাই। নৌকা করে শতদ্রু বেয়ে গিয়ে, পরে দিল্লীমুখে চলে যাও। (ভৃত্যের প্রতি) তুমি আর দুই এক জন লোক সঙ্গে যাও। বাড়ীর সকল লোককে জাগিও না, গোল কর না। শীঘ্র যাও, কোন ভয় নাই। তোমাদের পালান কেউ জানতে পারবে না। আমি আর সকলকে বলছি যে আমি তোমাদিগকে উপর থেকে শতদ্রু নদীতে ফেলে দিলাম।

[সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া রণবীরের স্ত্রীর ও ভৃত্যের প্রস্থান।

অপর দুই জন দস্যুর প্রবেশ।

প্র, দস্যু। তোমরা শুনতে পাও নি, আমি এদের জলে ফেলে দিয়েছি। আমাকে দেখে স্ত্রীলোকটী যেমন ছেলে কোলে করে এই বারাণ্ডা দিয়ে পালাবে অমনি জলে ফেলে দিয়েছি।

দ্বি, দ। হাঁ, শুনতে পেয়েছি। জলে ফেলে দিয়েছ, উঠে পালাবে না ত?

প্র, দ। এই অন্ধকার রাত্রে শতদ্রুর স্রোতে পড়লে কারও কি নিস্তার আছে? তাতে স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে একটী শিশু, বোধ হয় জলে পড়তে না পড়তে ভয়ে মারা গিয়েছে।

দ্বি, দ। বাহিরে যারা আছে তাদের সংবাদ দিই গে। তারা এসে এখন বাড়ী লুটপাট করুক। দুচারি জন দরয়ান আছে—তারা কি করবে?

প্র, দস্যু। যা ইচ্ছা হয় করগে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দস্যুর প্রস্থান।

দুটী প্রাণীকে বাঁচালেম। সৎকর্ম্মে সুখ আছে, এ পূর্ব্বে জানতেম না। আমার আর রুদ্রপালের মন যুগিয়ে কাজ করবার প্রয়োজন নাই। রুদ্রপাল, তুমি ধন দেও, মান দেও, তা কেবল মরুভূমির বালি মাত্র। আমি আর তা চাই না। পৃথিবীতে পবিত্রতা আছে—ও—হ! পরমেশ্বরও আছেন। মাতৃভূমিকে দুষ্কর্ম্মভূমি করে ফেলেছি, আর সেখানে যাব না। আর দুরাত্মার নিকট ফিরব না। দুষ্কর্ম্মের নিকট যাব না।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ইন্দ্রপাল ও রণবীরের প্রবেশ।

ইন্দ্র। চল, আমরা কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে মনের দুঃখ প্রকাশ করি।

রণ। যুবরাজ, আক্ষেপের সময় নাই। মাতৃভূমির দুঃখের প্রতি আর উপেক্ষা করা যায় না। বদ্ধপরিকর হয়ে তরবারি হস্তে মাতৃভূমিকে উদ্ধার কর।

প্রত্যহ কত স্ত্রীলোক পতিপুত্রহীন হচ্ছে, কত শিশুসন্তান নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছে—পঞ্চনদের হাহাকারের বিরাম নাই।

ইন্দ্র। যে টুকু সত্য বলে বিশ্বাস হয়, তার জন্য মনে কষ্ট হয়। যতটা প্রতীকার করতে পারি, তা সুসময় হলে করব। তুমি যা বলছ, সত্য হতে পারে। যে দুরাত্মার নামে সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যায়, সেও এক কালে সৎ লোক বলে বোধ হয়েছিল। তুমিও সৎ লোক হলে পার। কিন্তু এও অসম্ভব নয় যে তুমি আমাকে পাষণ্ডের হাতে সমর্পণ করে নিজ স্বার্থ সাধন করতে পার।

রণ। আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

ইন্দ্র। রুদ্রপাল তো বটে। অসৎ লোক বড় হলে সে সৎকেও অসৎ করতে পারে। রাগ করও না, তুমি সৎ হলেও পার। অধর্ম্ম সততার বেশ ধারণ করে বলে সততা কি পৃথিবী ত্যাগ করেছে?

রণ। আমার সব আশা দূর হল।

ইন্দ্র। ক্ষুণ্ণ হও কেন? তোমার অপমান করব, এই ইচ্ছায় আমি সন্দেহ প্রকাশ করি নাই, শুদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য। আমি যা মনে করি না কেন, তুমি সম্পূর্ণ নির্ম্মল হলে পার।

রণ। মাতৃভূমি, তুমি অতল সাগরে ডুবেছ, তোমার আর ভরসা নাই। অধর্ম্ম তুমি সুখে রাজত্ব কর, কারণ ধর্ম্ম নির্ব্বীর্য্য হয়ে পড়েছেন। যুবরাজ, পাপাত্মার অন্যায়-বেশ সহ্য করতে শিখেছ। এখন বিদায় দেও। একটী কথা বলে যাই,—সমস্ত ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ কেন, সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য দিয়েও কেউ আমাকে বিশ্বাসঘাতক করতে পারবে না।

ইন্দ্র। (স্বগত) বিশুদ্ধ স্বর্ণ বলে বোধ হচ্ছে, তবু আরও একটু পুড়িয়ে দেখা উচিত। (প্রকাশে) দাঁড়াও। সাধুজনের মহত্ব তার ক্রোধেও প্রকাশ পায়। আমি তোমাকে আর সন্দেহ করি না। কিন্তু আমার একটী কথা আছে। বল দেখি আমাকে রাজা করে কি সুখী হবে মনে করেছ?

রণ। নইলে কি জন্য তোমার এত সাধ্যসাধনা করছি?

ইন্দ্র। সেটী ভাল করে বিবেচনা করে দেখ। দিল্লীশ্বর আমাকে সহায়তা করতে চেয়েছেন, পঞ্চনদবাসীরাও আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত রয়েছে—

রণ। চল, যুবরাজ, তারা তোমাকে ত্রাণকর্ত্তা, দেবতার ন্যায় গ্রহণ করবে।

ইন্দ্র। তোমরা একটী ঘোর ভ্রমের মধ্যে ঘুরছ, আমি আগেই সেই ভ্রমটী দূর করি। আমি রাজা হলে পঞ্চনদের এক গুণ দুর্দ্দশা শত গুণ হবে, যেরূপ দুষ্কর্ম্ম মনুষ্যের কুবুদ্ধি আজও সৃষ্টি করে নাই, তা দুবেলা দেখবে। এখন নরাধমকে ভয় করছ, তখন প্রেতাধমের সর্ব্বচূর্ণকারী হাতের মধ্যে পড়বে।

রণ। তুমি কার কথা বলছ ?

ইন্দ্র। তুমি যা হতে শান্তি বাসনা করছ। আমি আপনারই কথা বলছি। আমার স্বভাবে যে সকল দুষ্কর্ম্মের বীজ রোপিত আছে, তা অঙ্কুরিত হলে রুদ্রপাল তুষার তুল্য নির্ম্মল বলে বোধ হবে। স্বীকার করলেম রুদ্রপাল লোভী, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর, অত্যাচারী। কিন্তু আমি লাম্পট্যে অদ্বিতীয়। আমার ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে আমি কোন প্রতিবন্ধকই প্রতিবন্ধক জ্ঞান করব না।

রণ। তুমি মনসাধে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করও, কেউ কিছু বলবে না।

ইন্দ্র। ভাল করে ভেবে দেখ, আমার জন্য কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে সুখ থাকবে না—মনে কর, (কথার কথা বলছি) তোমার একটী সুন্দরী স্ত্রী আছে, অথবা একটী সুন্দরী কন্যা আছে—

রণ। আর না—হা হতভাগ্য পঞ্চনদ !

ইন্দ্র। এ প্রকার পাপাত্মা যদি রাজা হবার যোগ্য হয়——

রণ। রাজা হবার যোগ্য ? এমন নরাধমের মরে যাওয়াই ভাল। তোমার পিতা যেখানে থাকতেন তার দ্বাদশ ক্রোশের মধ্যে পাপ আসতে পারত না, তোমার জননীর নাম সীতা দময়ন্তীর ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়—তুমি তাঁদের সন্তান ! দেববংশে দৈত্যাধমের জন্ম ! আমি আর তোমার মুখ দেখব না। হৃদয়, বিদীর্ণ হও, তোমার সব আশা ফুরাল।

ইন্দ্র। রণবীর, আমাকে মার্জ্জনা কর। তোমার হৃদয় সম্পূর্ণ অকপট, এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারলেম—মহৎ অন্তঃকরণে দুষ্কর্ম্মের প্রতি এইরূপই ক্রোধ জন্মে। রুদ্রপালের আচরণে আমি সন্দেহ শিক্ষা করেছি—সন্দেহ অনেক সময় আমাদিগকে রক্ষা করে। এই জন্য তোমাকে সহজে বিশ্বাস করি নাই। এখন বিশ্বাস করলেম। এখন অবধি তুমি আমায় যা বলবে, আমি তাই করব। রণবীর, তোমার নিকট আমি একটী মিথ্যা কথা বলেছি। সেটী

আমার আপনার সম্বন্ধে—পর স্ত্রী মাতৃতুল্য এটী আমার দৃঢ় ধারণা। সে পশু, যে পরস্ত্রীর প্রতি কুভাবে দৃষ্টি করে। আমি যে মহাত্মা সূর্য্যপালের পুত্র এ আমার পরম গৌরব। জীবনে কোন কার্য্য দ্বারা তাঁর অবমাননা করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা। এখন চল, স্বদেশ উদ্ধার করিগে—মনুষ্য কি স্বদেশের দুরবস্থা নিশ্চিন্ত হয়ে দেখতে পারে—যারা পশুত্ব পেয়েছে তারাই পারে।

রণ। এখন তুমি সূর্য্যপালের পত্রের ন্যায় কথা বলছ।

ইন্দ্র। দিল্লীশ্বরের সেনাপতি ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন—মনুষ্য ও ধর্ম্ম আমাদিগের পক্ষ—

রণ। অধর্ম্ম আমরা পদতলে দলন করব। পঞ্চনদ, আর দুদিন কষ্ট সহ্য কর—শীঘ্র তোমার যন্ত্রণা শেষ হবে।

রণ। কে এ দিকে আসছে ?

ইন্দ্র। চলন দেখে চেন চেন করছি।

রণ। আমাদের স্বদেশীয়—আমার পরমাত্মীয় কন্দর্প আসছে।

ইন্দ্র। এখন চিনতে পেরেছি।

কন্দর্পের প্রবেশ।

রণ। পঞ্চনদের অবস্থা কি পূর্ব্বের মতনই আছে ?

কন্দ। হা হতভাগ্য পঞ্চনদ ! ইহা এখন মনুষ্যের মরবের স্থান হয়েছে। যে পঞ্চনদের অবস্থা না জানে তারই মুখে আনন্দ দেখা যেতে পারে, নচেৎ সকলেই নিরানন্দ। রোদন হাহাকার এত, যে শুনবের লোক কেহ নাই—প্রবল দুঃখ আর বিরল নয়। মানুষ মরছে, কেউ জিজ্ঞাসাও করছে না। সৎ লোক যত একে একে যাচ্ছে, কে যে এই রূপে ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্ট করছে কেউ বলতে পারে না।

রণ। যা বললে এর প্রতি বর্ণ যথার্থ। দৌরাত্ম্যে যার আনন্দ, তার ক্ষমতা হলে শান্তি কি আর পৃথিবীতে থাকতে পারে ?

ইন্দ্র। অভিনব অশুভ ঘটনা কি ?

কন্দ। প্রতিপলকে নূতন নূতন দুঃখ লোকের হৃদয় বিদ্ধ করছে—এক দণ্ডকাল পূর্ব্বে যা ঘটেছে তা তো পুরাতন ঘটনা।

রণ। আমার পরিবার, আমার সৌরনলিনী কেমন আছে ?

কন্দ। ভা—ল।

রণ। অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে তার পর উত্তর দিলে যে? দুরাত্মা তাদের সচ্ছন্দতার বিঘ্ন জন্মায় নি তো? উত্তর দিতে বিলম্ব করছ কেন? তুমি মুখ ফিরালে কেন? বল, বল কন্দর্প, একেবারে বজ্রপাত কর।

কন্দ। ভাই, আর কি বলব? তোমার স্ত্রী কন্যাকে ঈশ্বর স্বর্গে রক্ষা করছেন।

রণ। বুঝেছি—দুরাত্মা কি আমার স্নেহ-পুত্তলি সৌরনলিনীকেও—? দুরাত্মা আমার শান্তির ভণ্ডার একেবারে চূর্ণ করেছে?

কন্দ। আমি বলেছি তো, তোমার সৌরনলিনী এখন স্বর্গের শোভা বৃদ্ধি করছেন।

রণ। ওরে নরক-অবতার! তুই করলি কি? পতিপরায়ণা স্ত্রী, অমৃত-পুত্তলি শিশু—কোন্ হৃদয়ে এদেরও মারলি? ও—হ! এমন অমূল্য নিধি আমার ছিল। হারালেম—একেবারে দীনহীন হলেম। (রোদন)

ইন্দ্র। রণবীর, মানষের মতন শোক বহন কর।

রণ। করব—মানুষ আগে শোক করে—শেষে বহন করে। পরমেশ্বর, তুমি তো দেখেছিলে—কেন নির্দ্দোষীদিগকে রক্ষা করলে না? ও—হ! আমারই পাপে নির্দ্দোষীরা মারা পল।

ইন্দ্র। রণবীর, এই শোক তোমার ক্রোধকে শাণিত করুক। চল আমরা স্ত্রীহত্যাকারী শিশুহত্যাকারী পাতকীকে বিনষ্ট করিগে।

রণ। তা আমি করব। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) এই তরবার দ্বারা আমি শোক নিবারণ করব—যে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্নেহও স্থান পায় না সেই হৃদয়ে এই তরবার প্রবেশ করবে। পরমেশ্বর, শীঘ্র শীঘ্র আমাকে পঞ্চনদে দুরত্মার নিকট নিয়ে যাও। তোমার শত্রু, মনুষ্যের শত্রু, জগতের শত্রুকে বিনাশ করি।

ইন্দ্র। চল, আমরা শীঘ্র যাই। আমাদের সমুদয় প্রস্তুত, সৈন্য প্রস্তুত, হস্ত প্রস্তুত, হৃদয় প্রস্তুত। স্বদেশানুরাগ, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, পরমেশ্বর আমাদিগকে পরিচালনা করছেন—চল পঞ্চনদ উদ্ধার করি গিয়ে।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

[যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ।

বৈদ্য ও বৃদ্ধা পরিচারিকার প্রবেশ।

বৈদ্য। আমি দুরাত্রি জাগলেম, কিন্তু যা বলেছিলে তার কিছুই দেখলেম না। তুমি ক দিন হল রাজমহিষীকে নিদ্রাবস্থায় বেড়াতে দেখেছ ?

পরি। মহারাজের যুদ্ধে যাওয়ার পর দিন অবধি। মহিষী বিছানা থেকে উঠে দ্বার খুলে বেরিয়ে এসে এই দালানে বেড়ান, কত কি কথা বলেন, কাগজ কলম বার করে পত্র লেখেন, পত্র গালা দিয়ে আঁটেন, তার পর আবার গিয়ে শোন—এত করেন, কিন্তু সব ঘুমিয়ে—আমি বুড়ো হয়ে মরতে চললেম, এমন তো কখনও দেখি নি।

বৈদ্য। একি প্রকৃতির সাধারণ বৈকল্য ? নিদ্রিতের অবস্থা, জাগ্রতের কার্য্য, অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই অবস্থায় ইনি কি বলেন, বলতে পার ?

পরি। তা আমি জিবের আগায় আন্‌তে পারি নে।

বৈদ্য। আমার নিকট বল্‌তে দোষ কি ? আমি বৈদ্য আমার নিকট বলা উচিত।

পরি। না, আমি কারও কাছে তা বলতে পারি নে। ঐ দেখুন এ দিকে আসছেন।

প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে চতুরিকার প্রবেশ।

ঠিক এই ভাবেই রোজ বেড়ান—নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে আছেন। আপনি নিরীক্ষণ করে দেখুন।

বৈদ্য। বাতি পেলেন কোথায় ?

পরি। ওঁর বিছানার কাছে তামাম রাত বাতি জ্বলে।

বৈদ্য। চেয়ে রয়েছেন।

পরি। চেয়ে থাকা মাত্র।

বৈদ্য। বাতি রাখলেন। দেখ, দেখ, কি করছেন। হাতে হাত রগড়াচ্ছেন।

পরি। রোজই এই রকম করে থাকেন, ঠিক যেন কি দিয়ে হাত ধুচ্ছেন। প্রায় আদ দণ্ডকাল এইরূপ করেন।

চতু। এখনও একটা দাগ রয়েছে।

বৈদ্য। কি বলছেন ভাল করে শুনতে হচ্ছে। (কর্ণ পাতিয়া শোনা)

চতু। বালাই যে ছাড়ে না। বালাই, উঠে যা—সময় হয়েছে। পৃথিবীতে নরকের অন্ধকার এসেছে। যাও না। ধিক, ধিক! বীর, তবুও এত ভয়? লোকে জানবে? জানলে, তাতে ভয় কি? তোমার তো আর কেউ প্রভু থাকবে না, যে তার কাছে তোমার জবদিহি করতে হবে—কে জানত বুড় রাজার গায়ে এত রক্ত ছিল?

বৈদ্য। কি ভয়ানক কথা!

চতু। রণবীরের স্ত্রী এখন কোথায় গেছে? বড় যে স্বোয়ামীর বীরত্বের বড়াই করত—এ হাত কি পরিষ্কার হবে না?—তুমি কি ছেলে মানুষ? ও বিষয় অত ভাব কেন? তোমার ভয়েতে বুঝি সব পণ্ড হয়।

বৈদ্য। যা তোমার শোনা উচিত নয় তা শুনলে।

পরি। যা বলা উচিত নয় ইনি তাই বলছেন। পরমেশ্বরই মানষের মনের কথা জানেন।

চতু। এখনও হাতে রক্তের গন্ধ আছে। মলয় পর্ব্বতের সমুদয় চন্দন ঘষে হাতে লেপলেও এ কুগন্ধ যাবে না—ছাল তুলে ফেললেও এ কুগন্ধ যাবে না। ও—হ—হ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

বৈদ্য। এ দীর্ঘ নিশ্বাস যেন হৃদয় ভেদ করে বেরিয়ে এল—এঁর অন্তঃকরণে না জানি কি অনল জ্বলছে?

পরি। এমন মনের জ্বালার সঙ্গে রাজভোগ অপেক্ষা দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়ান ভাল।

বৈদ্য। এ রোগের চিকিৎসা করা আমার সাধ্য নয়। আমি অনেক

লোককে নিদ্রাবস্থায় বেড়াতে দেখেছি, কিন্তু কারও মনকে এমন করে নরকের মধ্যে বেড়াতে দেখি নাই।

চতু। এ বালাই গেল না, ক্রমেই বাড়ছে যে। তামাম হাতময় হল যে—এই যে বুকে রক্ত—তামাম গায়ে রক্ত—কি হল—কি হল—কি হল—ও—হ—হ!

বৈদ্য। এ রোগ দেখলে ধন্বন্তরীর বিকার জন্মে। এ আত্মার মহাশূল, মহাদেবেরও সাধ্য নাই যে এর প্রতিকার করেন।

চতু। হাত ধুয়ে ফেল। অমন হলে কেন? বিনয়পালের শরীর চন্দ্রভাগার হাঙ্গর কুমিরের আহার হয়েছে, সে আর বেঁচে উঠছে না।

বৈদ্য। এমন!

চতু। বিছানায় চল। বাহিরের দ্বারে ঘা মারছে শুনছ না? চল, চল, চল। করে ফেললে তো ফিরান যায় না। চল, শুই গিয়ে।

[প্রস্থান।

বৈদ্য। এখন বিছানায় গিয়ে শোবেন?

পরি। হাঁ।

বৈদ্য। লোকে এই সব কথা নিয়ে কাণাকাণি করছে। অতি গোপনে দুষ্কর্ম্ম করলেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। চিকিৎসকে এ রোগের কি করবে? ভগবানের করুণাই ইহার একমাত্র ঔষধ। আমি চললেম, যাতে এঁর মন সুস্থ থাকে সেই চেষ্টা দেখও। দেখে শুনে আমি অবাক হয়েছি।

পরি। পরমেশ্বর, আমরা কিছুই জানি নে—মহতের পাপে যেন গরিব মারা না পড়ে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধর্ম্মকোটের নিকটস্থ প্রান্তর।

রণবেশে বলদেব, দামোদর, বনবিহারী ও কতকগুলি সৈন্যের প্রবেশ।

বন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য পঞ্চনদের নিকটস্থ হয়েছে। ইন্দ্রপাল, রণবীর তাহাদের সৈন্যাধ্যক্ষ। সামান্য দুঃখ কি তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করেছে? এমন দুঃখে মৃত মানুষও উঠে বলে "শত্রু নিপাত করব"।

দামো। চল আমরা লুধিয়ানার বনের নিকট তাঁদের জন্য অপেক্ষা করি, ঐ দিক দিয়েই তাঁরা আসছেন।

বন। চন্দ্রপাল কি এই সঙ্গে আসছেন?

বল। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, চন্দ্রপাল এঁদের সঙ্গে আসছেন না। দিল্লীর সৈন্যমধ্যে যে যে প্রধান লোক আছেন, তাঁদের নামের তালিকা আমার নিকট আছে। যশোময়সিং আছেন, যশোময়ের পুত্র শ্যামসিং আছেন, আরও কয়েক জন অল্পবয়স্ক বীরপুরুষও আছেন।

বন। দুরাত্মা রুদ্রপাল কোথায়?

বল। ধর্ম্মকোটে। সেখানে যুদ্ধের আয়োজন করছে। কেউ কেউ বলে, সে উম্মাদ হয়েছে—যাই হউক, দুরাত্মার পতনের আর বিলম্ব নাই। তার অন্তরে শত্রু, বাহিরে শত্রু। অধর্ম্মে বেড়েছে, অধর্ম্মে পড়বে। সকলেই তাকে ঘৃণা করে। পঞ্চনদের সেনাগণ তার পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে আসবে, কিন্তু দেখও যুদ্ধ ক্ষেত্রে তারা ফিরে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে। তারা কি যুদ্ধ করবে দুরাত্মার অত্যাচার বাড়াবার নিমিত্ত? চল আমরা যাই।

দামো। মাতৃভূমির রোগ নিরাময় করিগে।

বন। সে জন্য আমরা আজ প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সৈন্যগণ, চল আমরা লুধিয়ানার দিকে যাই। সেই দিক দিয়ে আমাদের বল, গৌরব, সৌভাগ্য, আশা আসছে।

[রণবাদ্য, ও সকলের নিষ্ক্রমণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধর্ম্মকোট, শিবির।

রুদ্রপাল, বৈদ্য ও দূতের প্রবেশ।

রুদ্র। আমি আর শুনতে চাই নে। যাক সকলেই আমাকে ছেড়ে যাক। লুধিয়ানার জঙ্গল ধর্ম্মকোটে চলে না এলে আমি কাউকে ভয় করি না। বালক ইন্দ্রপাল কি নারীপ্রসূত নয়, যে তার নামে আমি কেঁপে যাব? যারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জানে তারা বলেছে "রুদ্রপাল, নারীপ্রসূত কেহ তোমার একটী চুল নষ্ট করতে পারবে না"। ওরে বিশ্বাসঘাতকগণ, আমাকে ছেড়ে যাচ্ছিস, যা। এ মনে ভাবিস নে যে তোরা গেলে রুদ্রপালের পতন হবে। ওরে দূত, কি বলবি বল না—তোর চেহারা দেখলে তোকে জুতিয়ে লম্বা করতে ইচ্ছা করে। তোকে কি রাক্ষসে খেতে এসেছে যে ভয়ে জড় সড় হয়েছিস?

দূত। মহারাজ, বিশ হাজার——

রুদ্র। বিশ হাজার কি? ভেড়া?

দূত। সেনা।

রুদ্র। যা, ইঁদুরের গর্ত্তে লুকুগে, যদি বিশ—হাজার—সেনা, এই কটা কথা মুখে আনতে তোর প্রাণ উড়ে যায়। ওরে গর্দ্দভ, কাদের সেনা?

দূত। দিল্লীর সেনা, সঙ্গে রণবীর——

রুদ্র। ও পাপ নাম মুখে আনিস নে—এই বার হয় আমি এককালীন যাব, নয় এককালীন নিশ্চিন্ত হব। সকলে ছেড়ে যাচ্ছে, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলে ছেড়ে গেল—চারিদিকে অন্ধকার, চারিদিকে বিপদ, চারি-দিকে শত্রু। দূত!

দূত। মহারাজ, কি আজ্ঞা হয়?

রুদ্র। আর কোন সংবাদ আছে?

দূত। যা পূর্ব্বে শুনেছিলেন তা যথার্থ বটে।

রুদ্র। আমি যুদ্ধে যাই, যুদ্ধ করব, যতক্ষণ আমার শরীরের অস্থি মাংস একত্রে থাকবে। অস্ত্র নিয়ে এস।

দূত। এখনও তারা আসি নি।

রুদ্র। আমি এখনই অস্ত্র শস্ত্র চাই। দেখ, চারিদিকে ঘোড়সওয়ার যেতে বলগে, যে আমার জয়ের বিষয় সন্দেহ করে দেখবে, তারই শিরশ্ছেদন করবে। বৈদ্য, তোমার রোগী কেমন?

বৈদ্য। মহারাজ, তাঁর রোগ শরীরে নয়, মনের মধ্যে।

রুদ্র। তুমি সে রোগ আরাম করতে পার না?

বৈদ্য। রোগীর আপন হাতেই সে রোগের ঔষধ।

রুদ্র। যাও বিড়াল কুকুরের চিকিৎসা করগে, আমি তোমার ঔষধ ছুঁই না। অস্ত্র দেও। বৈদ্য, আমার কর্ম্মচারীগণ আমাকে ছেড়ে পালাচ্ছে, এ নিবারণ করবার ঔষধ কিছু জান? শীঘ্র অস্ত্র আন। বৈদ্য, যদি তুমি মহিষীর রোগ নির্ণয় করে তা আরাম করতে পার, আমি প্রশংসা করে তোমাকে স্বর্গে তুলব। বলছি, রোগটা ছিঁড়ে তুলে ফেল না। দিল্লীর সেনা পরাস্ত করবার কোন মুষ্টিযোগ করে দিতে পার? তুমি তাদের বিষয় কিছু শুনেছ?

বৈদ্য। মহারাজের যুদ্ধ সজ্জা দেখে জানতে পারছি তারা আসছে।

রুদ্র। অস্ত্র নিয়ে আয়। লুধিয়ানার বন যত দিন না ধর্ম্মকোটে আসবে, শত্রু নিপাত করা আমার মহা আমোদ হবে।

[নিষ্ক্রমণ।

বৈদ্য। আর যেন তোমার নিকট আমার আসতে না হয়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

লুধিয়ানার নিকটস্থ প্রান্তর। দূরে বন।

ইন্দ্রপাল, রণবীর, যশোময়সিংহ, দামোদর, ও সৈন্যগণের রঙ্গভূমির উপর দিয়া গমন।

ইন্দ্র। পঞ্চনদের দুঃখের দিন অবসান হয়ে এল।

দামো। সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে?

যশো। এই যে বন দেখা যায়, এ কোথাকার বন ?

রণ। লুধিয়ানার বন।

যশো। একটা কাজ করা যাক, আমাদের সেনারা সকলে এক একটা ডাল কেটে নিয়ে চলুক—তা হলে ডালের আড়ালে যে সকল সৈন্য থাকবে তাদের শত্রুরা দেখতে পাবে না, সুতরাং আমাদের সংখ্যাও ঠিক করতে পারবে না। সেনাগণ, তোমরা তাই কর গে।

সেনা। যে আজ্ঞা। চল হে, লুধিয়ানার বন হতে গাছের ডাল কেটে নেওয়া যাক।

যশো। দুরাত্মা ধর্ম্মকোটে আছে, চল আমরা সেইখানে গিয়ে তাকে আক্রমণ করি।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

রুদ্রপাল ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

রুদ্র। পতঙ্গের দল আসছে আগুণের কাছে, আসুক, পুড়ে মরুক। সকলেই বলছে "আসছে, আসছে" আসুক। কালাগ্নি রুদ্রপাল মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে রয়েছে। যে আসবে তাকেই দগ্ধ করবে।

দূতের প্রবেশ।

চখের জল পড়ছে কেন? আমার লোকেরা কি সকলেই দুগ্ধপোষ্য বালক? তারা কি শুদ্ধ ভয় পেতে জানে আর কাঁদতে পারে? যদি কোন দুর্ঘটনা হয়ে থাকে বলে ফেল। অনেক দুঃখ সহ্য করেছি, কুসংবাদে এ হৃদয় বিকল হবে না।

দূত। মহারাজ, রাজমহিষী পরলোক গিয়েছেন।

রুদ্র। গিয়েছেন, শেষ দেখে মরা উচিত ছিল। যম যে মানবের চুল ধরে টেনে নেযাচ্ছে, এ কেউ ভাবে না। মানুষ সজীব ছায়ামাত্র। দুদিনের জন্য

কেবল লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে মরে—জীবন অসার, অপদার্থ—শীঘ্র নির্ব্বাণ হক, আর বেঁচে কাজ নাই।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।

বলবের কিছু আছে, বল্।

দ্বি, দূ। মহারাজ, যা দেখলেম তাই মহারাজের নিকট বলতে এসেছি, কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না।

রুদ্র। বল্।

দ্বি, দূ। আমি একটী উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে লুধিয়ানার বনের দিকে চেয়ে ছিলাম, আমার বোধ হল যেন বন চলে আসছে।

রুদ্র। মিথ্যাবাদী পশু, কি বললি? (পদাঘাত)

দ্বি, দূ। আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, আমাকে যথোচিত শাস্তি দিন—একবার স্বচক্ষে দেখুন, লুধিয়ানার বন চলে আসছে কি না?

রুদ্র। যদি মিথ্যা কথা বলে থাকিস ঐ গাছে তোকে লটকে রাখব, সেই অবস্থায় তোর অনাহারে প্রাণত্যাগ করতে হবে। যদি সত্য হয় তা হলে তুই আমার ঐ দশা করলেও কোন ক্ষতি নাই। আমার দৃঢ়তা শিথিল হয়ে পল। এখন বিশ্বাস হচ্ছে পাপীয়সীরা আমাকে প্রতারিত করেছে। বলেছিল "লুধিয়ানার বন ধর্ম্মকোটে না এলে তোমার কোন ভয় নাই"—এখন বন ধর্ম্মকোটে চলে আসছে। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) যুদ্ধে চল, যুদ্ধে চল—যদি এর কথা সত্য হয় যুদ্ধ করেই বা কি হবে, না করেই বা কি হবে, আর সংসারে থাকতে ইচ্ছা নাই—সৃষ্টি উল্‌টে পাল্‌টে যাক। যুদ্ধে চল, রণবাদ্য বাজাও, মরব তো শত্রু মেরে মরব।

[নেপথ্যে রণবাদ্য। সকলে নিষ্ক্রান্ত।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

প্রান্তর।

রুদ্রপালের প্রবেশ।

রুদ্র। যম আমার বুকের উপর বসেছে,কিন্তু আমি সহজে পরাস্ত হব না। এমন মানুষ কে আছে যে নারীপ্রসূত নয়? যদি কেউ থাকে, আমি তাকে ভয় করি, অন্য কাউকেও ভয় করি না।

শ্যামসিংহের প্রবেশ।

শ্যাম। তোমার নাম কি?

রুদ্র। শুনলে ভয় পাবে।

শ্যাম। তুমি আপনাকে যদি পিশাচাধম বলে পরিচয় দেও, তা হলেও আমি তোমাকে ডরাই না।

রুদ্র। আমার নাম "রুদ্রপাল"।

শ্যাম। এ নাম যে জীবনের মধ্যে একবার উচ্চারণ করে, তার অনন্ত কাল নরকে বাস করতে হয়।

রুদ্র। যে আমার সামনে শত্রুভাবে আসে পৃথিবীতে তার আর বাস করতে হয় না। এখনই তোকে নরকে পাঠাচ্ছি।

শ্যাম। কে কাকে পাঠায় দেখ্।

[যুদ্ধ ও শ্যাম সিংহের পতন।]

রুদ্র। তোমার নারী-গর্ভে জন্ম হয়েছিল তো। নারীপ্রসূত জনের বাহু-বল, বীরত্ব আমার কি করবে? [ভেরী-নিনাদ।]

[প্রস্থান।

রণবীরের প্রবেশ।

রণ। এই দিকে পিশাচের কথা শুনেছি। দুরাত্মা, কোথায়? আমি ছাড়া যদি অন্য কাহারও হস্তে তোর মৃত্যু হয়, চির দিন আমার স্ত্রী কন্যার আত্মার রোদন ধ্বনি শুনতে হবে। দুরাত্মা, অর্থের লোভে যারা তোর পক্ষে যুদ্ধ করছে আমি তাদের মারব না। তোরই জন্য আমার অস্ত্র নিষ্কোষিত হবে, অন্যের

জন্য নয়। কোথায় গেলি? আয়, আয়। স্ত্রীহত্যাকারি, শিশুহত্যাকারি নরপিশাচ, আয়। [ভেরী-নিনাদ।]

[প্রস্থান।

যশোময়সিংহ ও ইন্দ্রপালের প্রবেশ।

যশো। আমাদের সেনারা হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করছে, শত্রুর সেনারা শুদ্ধ হস্ত দ্বারা যুদ্ধ করছে। দেখুন, দেখুন, তারা পলাচ্ছে। বেশ, বেশ, এইরূপই যুদ্ধ করতে হয়।

ইন্দ্র। স্বদেশের শত্রুদিগকে এইরূপেই নিপাত করতে হয়। যুদ্ধ কর, বীরের ন্যায় যুদ্ধ কর। (উচ্চৈঃস্বরে) যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

[নেপথ্যে] যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।

যশো। জয়ের আর অধিক বিলম্ব নাই। যারা প্রথমে শত্রু ছিল তারা এখন আমাদের সপক্ষ হচ্ছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

রুদ্রপালের পুনঃপ্রবেশ।

রুদ্র। পর্ব্বত-শৃঙ্গ আমার মস্তকের উপর ভেঙ্গে পড়ছে—পড়ুক। মরতে মরতেও শত্রু নিপাত করব।

রণবীরের পুনঃপ্রবেশ।

রণ। ওরে সাক্ষাৎ নরক, দাঁড়া, পালাস নে।

রুদ্র। যা, আমি তোকে চাই না। তোর স্ত্রী কন্যার প্রাণ নষ্ট করে আমার হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছে, তোকে মারতে আর ইচ্ছা নাই।

রণ। তোর মত দুরাচার নরকে জন্মে, পৃথিবীতে জন্মে না। এখনই তোকে তোর যোগ্য স্থানে পাঠাচ্ছি।

[উভয়ে যুদ্ধ।

রুদ্র। তোর যুদ্ধ করা বৃথা। বায়ুকে অস্ত্র দ্বারা আহত করতে পারিস কিন্তু আমার শরীরের এক বিন্দু রক্তপাত করতে পারবি নে। যে শরীরে তরবার প্রবেশ করে সেই শরীরের উপর অস্ত্রাঘাত কর গিয়ে। মানষের অস্ত্রের কাছে এ শরীর অভেদ্য। আমার অক্ষয় জীবন, নরপ্রসূত কেহ আমার জীবন নষ্ট করতে পারবে না।

রণ। সে আশা বিসর্জ্জন দে। যে দেবতা তোকে অভয় দিয়েছেন তাঁকে বল গিয়ে, রণবীরকে তার জননী প্রসব করেন নাই—অসময়ে জননীর উদর ভেদ করে রণবীরের জন্ম হয়।

রুদ্র। তোর জিহ্বা দগ্ধ হক। তোর বাক্যে আমার বীর্য্য জল হয়ে গেল। পাপীয়সীদিগকে কেহই যেন আর বিশ্বাস না করে--আশা দিয়ে নিরাশ করে, নিশ্চিন্ত করে সর্ব্বনাশ করে। আমি তোর সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

রণ। তবে অস্ত্র ফেলে দিয়ে পরাজয় স্বীকার কর, কাপুরুষ। তোকে দেশ দেশান্তরে পাঠাব। লোকে দেখুক, তুই অর্দ্ধেক দুরাত্মা অর্দ্ধেক কাপুরুষ, অন্য পদার্থ তোর শরীরে নাই।

রুদ্র। আমি পরাজয় স্বীকার করে বালক ইন্দ্রপালের চরণ সেবা করতে পারব না, নীচ লোকের উপহাস সহ্য করতে পারব না। যদিও লুধিয়ানার বন ধর্ম্মকোটে চলে এসেছে, যদিও তুই নারীপ্রসূত নস, আমি যুদ্ধ করব, যুদ্ধ করব।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

উভয়ের পুনঃপ্রবেশ। রুদ্রপালের পতন।

রণ। দুরাত্মার পতন হল, পৃথিবীর ভার মোচন হল। আমার শোকানল জ্বলে উঠল। ও—হ—হ!

ইন্দ্রপালের প্রবেশ।

ইন্দ্র। রণবীর, পঞ্চনদকে তুমি উদ্ধার করেছ, পরমেশ্বর তোমার স্ত্রী কন্যাকে রক্ষা করেছেন—এই দেখসে তারা এসেছে।

রণ। তারা কি জীবিত আছে?

ইন্দ্র। স্বচক্ষে দেখ এসে।

রণ। কোথায়? কোথায়?

ইন্দ্র। ঐ যে।

রণ। অমৃত-সিন্ধু উথলে উঠে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

[বেগে প্রস্থান।

[ইন্দ্রপালের প্রস্থান।